কর্মপদ্ধতি

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

প্রকাশনায় : **জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ**
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
E-mail: info.shubbanbd@gmail.com

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল : **প্রথম প্রকাশ**– অক্টোবর-১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ
রবিউস সানি-১৪১২ হিজরী
কার্তিক-১৩৯৮ বাংলা
দ্বিতীয় সংস্করণ– ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ
১ম মুদ্রণ– ফেব্রুয়ারি-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ
২য় মুদ্রণ– ডিসেম্বর-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

মেকআপ ও প্রচ্ছদ : **শুব্বান কম্পিউটার্স**

নির্ধারিত মূল্য : **৩৫/- (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র**

মুদ্রণ : **মাকতাবাতুশ শুব্বান**

ভূমিকা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহে, অনেক দেরিতে হলেও **জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ**-এর কর্মপদ্ধতি যুবকদের হাতে তুলে দিতে পেরে দরবারে ইলাহীতে জানাই লাখো সাজদায়ে শোকর। যার উসওয়াহ হাসানাহ বা অনুপম আদর্শের ইত্তেবা করার লক্ষ্যে এ আয়োজন তাঁর প্রতি জানাই শত কোটি দরূদ ও সালাম।

এ মহান কাজে যারা শ্রম দিয়েছেন, উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাঁদের সবার প্রতি শুব্বান বিভাগের পক্ষ হতে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষ করে শুব্বান বিভাগের প্রধান পৃষ্ঠপোষক জমঈয়ত সভাপতি ড. আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল বারী শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও এজন্য যে সময় দিয়েছেন, প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, সে জন্য দুআ করি আল্লাহ তাআলা যেন তাঁকে জাযা-ই খায়র দান করেন এবং শুব্বান বিভাগের উজ্জ্বল ভবিষ্যত দেখার মতো দীর্ঘ জীবন দান করেন।

কর্মপদ্ধতি ও পাঠ্য তালিকা প্রণয়নে কৃতিত্বের মূল হক্বদার হলেন অধ্যাপক এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান ও অধ্যাপক মুহাম্মদ হাসানুয্যামান। বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের অনেক শুব্বান কমিটি নানাভাবে পরামর্শ পাঠিয়েছেন, কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃস্থানীয় কয়েকজন এজন্য আক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় অফিস নানাভাবে এ কাজে আমাদের সহায়তা দিয়ে ঋণী করেছেন। রব্বুল আলামীনের কাছে সবার জন্য 'উত্তম বিনিময়'-এর আকুল আবেদন জানাচ্ছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বইটিতে

চলিত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কেবল কুরআন মাজীদের ভাবগাম্ভীর্য ও মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য আয়াতের উদ্ধৃতিতে সাধুরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

কর্মপদ্ধতি হলো কর্ম কীভাবে সম্পাদন করা হবে তার পদ্ধতি বা অনুসরণযোগ্য নীতি। কাজ করতে গিয়ে প্রয়োজনে এবং নতুন নতুন প্রেক্ষিতে পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন হবে। ইন্ শা-আল্লাহ ভবিষ্যতে সকলের পরামর্শের ভিত্তিতে কর্মপদ্ধতি সংশোধিত হবে। কাজের গতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে তাড়াহুড়া করে আমরা একটা কাঠামো দাঁড় করানোর প্রয়াস পেয়েছি। সর্বস্তরের শুব্বান এ নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন এবং নিষ্ঠার সাথে লিওয়াজহিল্লাহ কাজ করবেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট সবার শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন –আমীন।

এ. কে. এম. শামসুল আলম
পরিচালক, শুব্বান বিভাগ ও
আহ্বায়ক, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কর্মপদ্ধতি

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এজন্য যে,

১. তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে।[১]
২. পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবে।[২]
৩. তাঁর মনোনীত দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে।[৩]

তাঁর এ অভিপ্রায় মানুষের মাঝে পৌঁছিয়ে দেওয়া ও তদনুযায়ী জীবন গঠনের পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার জন্য যুগে যুগে তিনি নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। নবী আলাইহিমুস সালাম-গণ তাওহীদের দাওয়াত মানুষের মাঝে প্রচার করেছেন। যাঁরা এ দাওয়াতে সাড়া দিয়েছেন তাঁদেরকে তাঁরা সমষ্টিবদ্ধ করে গড়ে তুলেছেন মহান স্রষ্টার নির্দেশ অনুযায়ী। মানুষকুলে ভাগ্যবান যাঁরা তাঁরা এ দাওয়াত কবুল করেছেন, তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং নবী রাসূলদের নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করে সফলতা অর্জন করেছেন। একজন নবী বা রাসূলের ইনতিকালের পর মানুষ তাঁর প্রচারিত তাওহীদ বিস্মৃত হয়েছে লিপ্ত হয়েছে গায়রুল্লাহর ইবাদাতের মহাপাপে এবং এ কারণেই কলুষিত হয়েছে, ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষের এ দুর্গতি মোচনের জন্য মেহেরবানী করে পুনরায় আর একজন নবী প্রেরণ করেছেন। নবী ও রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) এ পরম্পরায় সর্বশেষ নবী ও রাসূল হচ্ছেন সকল যুগের সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার বাণীকে সমুন্নত করেছেন। একদল উৎসর্গিতপ্রাণ পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়েছেন। শিরকের মূলোৎপাটন করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেছেন ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে। রেখে গিয়েছেন এক অনুপম উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। আর এ ধারাকে কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন খুলাফায়ে রাশেদা,

---

[১] সূরা আয্-যারিয়াত ৫১:৫৬।

[২] সূরা আল-বাক্বারাহ ২:৩০।

[৩] সূরা আশ-শূরা ৪২:১৩।

সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী যুগের উম্মাতকে। **বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস** কুরআন ও সুন্নাহর অমিয়বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সে পরম্পরারই উত্তরাধিকার। **জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ** এ মহান কাজে জমঈয়তের অনুগামী যুব সংগঠন।

এ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

কালেমা তাইয়েবা لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ-কে যথাযথ উপলব্ধি করত জীবনের সর্বস্তরে কুরআন ও সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে **শুব্বানের** পাঁচটি কর্মসূচি রয়েছে। এগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করে বাস্তবায়নের পদ্ধতি সন্নিবেশ করা হলো।

প্রথম দফা কর্মসূচি

ইসলাহুল আকীদা বা আকীদা সংশোধন

তাওহীদ ও রিসালাতে মুহাম্মাদী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন ও অনুশীলন, খালেস ইবাদাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নেতৃত্ব মনে প্রাণে ও বাস্তবে গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি করা– এ দফার দাবি।

আকীদার মূল বুনিয়াদ হচ্ছে তাওহীদে বিশ্বাস

আকীদা ও ঈমান-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সম্পর্কে যে বিশ্বাস পোষণ করতে হবে সেগুলো হলো-

- তিনি এক ও অদ্বিতীয়, অংশীবিহীন, সৃষ্ট হতে স্বতন্ত্র ও পৃথক, আরশে আযীমে আসীন।
- তিনি চিরঞ্জীব, সদা জাগ্রত, তন্দ্রা ও নিদ্রার স্পর্শমুক্ত, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা ও পরম পবিত্র।
- তিনি অক্ষয়, অব্যয়, জন্ম-মৃত্যুর নিয়ন্তা, বিচার দিনের মালিক।
- তিনি জ্যোতির্ময়, মহাপ্রশংসিত, সর্বজ্ঞ ও চিরজ্ঞানময়।
- তিনি সর্বশক্তিমান, জ্ঞানে সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী, তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না।

- তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু, একমাত্র আশ্রয়দাতা ও অভয়দাতা।
- তিনি একমাত্র ত্রাণকর্তা এবং মুক্তিদাতা।
- তিনি একমাত্র প্রার্থনা পূরণকারী, আবেদন শ্রবণকারী, যাবতীয় বিপদ থেকে পরিত্রাণকারী এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানকারী।
- তিনি প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিপালক রব, মহান স্রষ্টা, একমাত্র প্রত্যাবর্তনস্থল, দ্রত হিসাব গ্রহণকারী।
- তিনি সর্বপ্রকার অভাবমুক্ত, সম্পদ প্রদান ও প্রত্যাহারকারী।
- তাঁর সদা সতর্ক দৃষ্টি সর্বক্ষণ সর্বদিকে পরিব্যপ্ত।
- তাঁর নিকট প্রার্থনা ও ফরিয়াদ পৌঁছাতে কোনো মাধ্যম লাগে না বা বিলম্ব ঘটে না।
- তিনি ছাড়া গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান অন্য কেউ রাখে না।
- তিনি বিধানদাতা, বিচারক, শাসনকর্তা, আসমান-জমিনের অধিপতি এবং প্রবল প্রতাপশালী।
- তিনি মহীয়ান, গরীয়ান, প্রভুত্বের একচ্ছত্র মালিক, সকল সৃষ্ট জগতের একমাত্র নিয়ন্তা।
- তিনি হিদায়াতের একমাত্র মালিক।

এছাড়া কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মহান আল্লাহর অন্যান্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য আমাদের আকীদার অন্তর্ভুক্ত।

আকীদার পরবর্তী বুনিয়াদ হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রিসালাতে বিশ্বাস

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রিসালাতে বিশ্বাস হচ্ছে:

- তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, খাতামুন নাবীয়্যিন ও সাইয়্যিদুল মুরসালীন।
- তিনি আমাদের মতোই মানুষ, আমাদের মতোই তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ ও পরিবার-পরিজন ছিল কিন্তু তাঁর নিকট ওহী আসত।
- তিনি মরণশীল এবং মৃত্যুবরণ করেছেন।
- তিনি রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছেন।
- তিনি ওহী ছাড়া দ্বীন সম্পর্কে কোনো কথা বলেননি।
- তিনি জগতবাসীর জন্য রহমত, সর্বোত্তম আদর্শ ও অনুপম দৃষ্টান্ত।

- তিনি আমাদেরকে পবিত্র ও পরিশীলিত করেছেন, কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিয়েছেন।
- তিনি কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার অনুমতি নিয়ে উম্মাতের জন্য শাফায়াত করবেন।
- তিনি মানুষের ভালো-মন্দ করার মৌলিক অধিকারী নন এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার ইচ্ছা ব্যতীত অদৃশ্য বা গায়েব সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।
- তিনি ভাষা, বর্ণ, গোত্র, জাতি ও দেশ নির্বিশেষে সমগ্র মানবতার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।
- তিনি মানব জাতির একচ্ছত্র ও বিশস্ত নেতা।
- তাঁর আদেশ জীবনের সকল ক্ষেত্রে অবশ্য প্রতিপালনীয় এবং নিষেধ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।
- তিনি আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন, আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েম করেছেন।

এতদ্ব্যতীত কুরআন ও হাদীসে তাঁর শানে বর্ণিত সকল গুণে তিনি গুণান্বিত, রিসালাতের মহান আমানত আদায়ে অগ্রণী ও সফলকাম।

রুসুল ও আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)

আমাদের ঈমান ও আকীদা-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, আমরা যে শুধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রিসালাতে বিশ্বাস করি তাই নয়; বরং সাথে সাথে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন যুগে যুগে যে সব নবী ও রাসূল আলাইহিমুস সালাম-কে প্রেরণ করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি এবং তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না।[৪]

তাঁদের অনেকের সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ রয়েছে আবার অনেকের সম্পর্কে উল্লেখ নেই।[৫]

---

৪. সূরা আল-বাক্বারাহ ৩:২৮৫, সূরা আলি ইমরান ৩:৮৪।

৫. সূরা আল-মুমিন ৪০:৭৮।

তাঁদের অনেকের উপরে আল্লাহর কিতাব ও সহীফা নাযিল হয়েছে।[৬] এ সব কিতাবের মধ্যে তাওরাত, যাবুর ও ইনজিল প্রধান। তাঁরা প্রত্যেকেই কোনো একটি জনপদ, অঞ্চল, দেশ বা গোত্রের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। যদিও তাঁরা সকলেই তাওহীদ ও আল্লাহর আনুগত্যের প্রচার করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন শাশ্বত দ্বীন ইসলামের।[৭] তবে তাঁদের শিক্ষা স্থান-কাল-পাত্র, জাতি-গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ ছিল। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে পূর্ণতা দান করলেন এবং সকল ভৌগোলিক দূরত্ব ও জাতি-ভাষা বর্ণগত পার্থক্যের অবসান ঘটিয়ে বিশ্ব মানবতার জন্য বিশ্বধর্ম ইসলামের বিধান দান করলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে।[৮]

ফিরিশতা

ফিরিশতাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন আকীদার অন্যতম দিক। ফিরিশতাগণ আল্লাহর সৃষ্টি আত্মিক একটি সম্প্রদায়, যাঁদের পানাহার বা নিদ্রা কোনোটারই প্রয়োজন হয় না। তাঁদের কোনো জৈবিক বা বস্তুগত চাহিদা নেই। তাঁরা দিন-রাত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদাতে নিবেদিত এবং তাঁর হুকুম বাস্তবায়নে নিয়োজিত। তাঁদের সংখ্যা আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারো জানা নেই। তাঁদের প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করেন। আমাদের চোখে তাঁদের দেখতে পাই না বলেই তাঁদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারি না। পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু রয়েছে, যা আমাদের দৃষ্টিশক্তির অগোচরে ও উপলব্ধির অগম্য। তা সত্ত্বেও আমরা তাতে বিশ্বাস করি। এমন অনেক স্থান রয়েছে যা আমরা দেখিনি, এ জাতীয় এমন অনেক কিছু রয়েছে, যা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে কিন্তু এদের অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করি না। ফিরিশতাদের উপর বিশ্বাস ইসলামের এ নীতি হতে উদ্ভূত যে, জ্ঞান ও সত্য কেবল অনুভূত জ্ঞান ও ধারণা নির্ভর নয়। ফিরিশতাগণ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন:

---

৬. সূরা আল-বায়্যিনাহ ৯৮:১-৪; সূরা আন-নিসা ৪:১৬৩-১৬৫।

৭. সূরা আল-বাক্বারাহ ২:১৩৬-৪০, সূরা আলি ইমরান ৩:৭৯-৮১, সূরা আল-রাদ ১৩:৭, সূরা হূদ ১১:৫০-৬১, ৮৪।

৮. সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৩, সূরা আল- আ'রাফ ৭:১৫৮, সূরা আল-ফুরক্বান ২৫:১, সূরা সাবা ৩৪:২৮।

- রাসূল তাঁহার প্রতি তাঁহার রবের পক্ষ হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে তিনি ঈমান আনয়ন করিয়াছেন এবং মুমিনগণও। তাঁহাদের সকলে আল্লাহ, তাঁহার ফিরিশতাগণ, তাঁহার কিতাবসমূহ এবং তাঁহার রাসূলগণে ঈমান আনয়ন করিয়াছেন।[৯]
- তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা নির্দেশ সম্বলিত ওহীসহ ফিরিশতা প্রেরণ করেন।[১০]
- অবশ্যই তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ আছে। সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তাহারা জানে তোমরা যাহা করো।[১১]
- আর আপনার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ব্যতীত আর কেহ অবগত নয়।[১২]
- মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তাহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তৎপর প্রহরী তাহার নিকটেই রহিয়াছে।[১৩]
- তাহারা আগে বাড়িয়া কথা বলে না, তাহারা তো তাঁহার আদেশ অনুসারেই কাজ করিয়া থাকে।[১৪]
- তাঁহার সান্নিধ্যে যাহারা রহিয়াছে তাহারা অহংকার বশে তাঁহার ইবাদত করা হইতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না।[১৫]
- তাহারা দিবারাত্র তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তাহারা তাহাতে শৈথিল্য করে না।[১৬]
- এবং কেহ আল্লাহ, তাঁহার ফিরিশতা, তাঁহার কিতাব, তাঁহার রাসূল এবং পরকালকে অস্বীকার করিলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।[১৭]
- মালাইকা তথা ফিরিশতারা নূরের তৈরি।[১৮] আর ইবলিস তথা শয়তান ফিরিশতা সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। সে আগুন (শিখা) থেকে তৈরি[১৯]।

---

৯. সূরা আল-বাক্বারাহ ২:২৮৫।

১০. সূরা আন-নাহল ১৬:২।

১১. সূরা আল-ইনফিতার ৮২:১০-১২।

১২. সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির ৭৪: ৩১।

১৩. সূরা ক্বফ ৫০:১৮।

১৪. সূরা আল-আম্বিয়া ২১:২৭।

১৫. সূরা আল-আম্বিয়া ২১:১৯।

১৬. সূরা আল-আম্বিয়া ২১:২।

১৭. সূরা আন-নিসা ৪:১৩৬।

১৮. সহীহ মুসলিম: ২৯৯৬।

১৯. সূরা আল-আ'রাফ ৭:১২।

আসমানী কিতাব

ইসলামী আকীদার অন্যতম অপরিহার্য দিক হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সকল আসমানী কিতাবে ঈমান আনা। কিতাবসমূহ হচ্ছে পথ নির্দেশক জ্যোতি যা প্রত্যাদিষ্ট হয়েছিল রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) ওপর। এগুলোর সাহায্যেই তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট সরল-সঠিক পথের পরিচয় তুলে ধরেছেন। কুরআন মাজীদে তাওরাত, যাবুর, ইনজিলসহ বিভিন্ন নবীর প্রতি অবতীর্ণ সহীফার উল্লেখ রয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন নাযিল হওয়ার বহু পূর্বেই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অধিকাংশই লুপ্ত বা বিকৃত করা হয়েছিল। কিছু হয়েছিল বিস্মৃত। কিছু সংখ্যককে গোপন করা হয়েছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআন মাজীদকে বিস্মৃতি বা বিকৃতির হাত হতে রক্ষা করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এটিই সমগ্র মানবতার জন্য মুক্তির পথনির্দেশ হয়ে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

- আমিই কুরআন নাযিল করিয়াছি এবং আমিই ইহার সংরক্ষক।[২০]
- ইহা সেই কিতাব যাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথনির্দেশ।[২১]
- এবং তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীগণের প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে যাহারা বিশ্বাস করে, তাহারাই মুত্তাক্বী।[২২]
- তাহাদের সকলে আল্লাহতে, তাঁহার ফিরিশতাগণে, তাঁহার কিতাবসমূহে ঈমান আনয়ন করিয়াছেন।[২৩]
- তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহা উহার পূর্বের কিতাবের প্রত্যয়নকারী। আর তিনি অবতীর্ণ করিয়াছিলেন তাওরাত ও ইনজিল ইতঃপূর্বে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য; এবং তিনি ফুরকানও অবতীর্ণ করিয়াছেন।[২৪]

---

২০. সূরা আল-হিজর ১৫:৯।

২১. সূরা আল-বাক্বারাহ ২:২।

২২. সূরা আল-বাক্বারাহ ২:৪।

২৩. সূরা আল-বাক্বারাহ ২:২৮৫।

২৪. সূরা আলি ইমরান ৩:৩-৪।

- ইহা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে; ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে।[২৫]

- তোমরা কি এই আশা করো যে, তাহারা তোমাদের কথায় ঈমান আনিবে। যখন তাহাদের এক দল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করিত ও বুঝিবার পর জানিয়া শুনিয়া উহা বিকৃত করিত।[২৬]

- সুতরাং দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছমূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, 'ইহা আল্লাহর নিকট হইতে।' তাহাদের হাত যাহা রচনা করিয়াছে তাহার জন্য দুর্ভোগ তাহাদের এবং যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার জন্য ধ্বংস তাহাদের।[২৭]

আখিরাত

আকীদার পরবর্তী বিষয় হচ্ছে আখিরাতে বিশ্বাস। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে মৃত্যু-পরবর্তী জীবন আখিরাত তথা পুনরুত্থান ও বিচার দিনের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। এই শিক্ষা অনুযায়ী এ বিশ্বাসের অপরিহার্য উপাদানগুলো নিম্নরূপ:

- পার্থিব এই জীবন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছু এক নির্দিষ্ট দিনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর মানুষের পার্থিব জীবনের আমলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে তার কর্মফল, জান্নাত বা জাহান্নাম।

- আমরা এই পৃথিবীতে যা কিছু করি, প্রত্যেক অভিপ্রায় যা আমরা পোষণ করি, আমাদের প্রতিটি গতিবিধি, প্রতিটি চিন্তাধারা, যা আমরা লালন করি, প্রতিটি শব্দ যা আমাদের মুখ হতে উচ্চারিত হয় তা নিখুঁতভাবে গণনা ও সংরক্ষণ করা হয়। শেষ বিচারের দিনে সেগুলো উপস্থাপন করা হবে। ঈমানদার নেক আমলকারীগণকে প্রভূত পুরস্কারে বিভূষিত করা হবে এবং জান্নাতে অভ্যর্থনা জানানো হবে। অসৎকর্মশীলগণকে ধিক্কার দেওয়া হবে এবং নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। জান্নাত ও জাহান্নামের স্বরূপ ও প্রকৃতি

---

[২৫] সূরা আল-আ'লা ৮৭:১৮-১৯।

[২৬] সূরা আল-বাক্বারাহ ২:৭৫।

[২৭] সূরা আল-বাক্বারাহ ২:৭৯।

কেবল আল্লাহ তা'আলাই অবগত। কুরআন ও হাদীসে এই সম্পর্কে যা কিছু বিবৃত হয়েছে তার উপরে ঈমান আনা আমাদের কর্তব্য।

- পরকালে যাহারা নিশ্চিত বিশ্বাসী তাহারাই মুত্তাকী।[২৮]
- সুতরাং যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের অন্তর অবিশ্বাসী এবং তাহারা অহংকারী।[২৯]
- সে বলে, 'অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে কে যখন তাহা পচিয়া গলিয়া যাইবে? বল, তাহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনিই যিনি তাহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন।[৩০]
- আমি আজ তাহাদের মুখে মোহর করিয়া দিব, তাহাদের হস্ত কথা বলিবে আমার সহিত এবং তাহাদের চরণ সাক্ষ্য দিবে তাহাদের কৃতকর্মের।[৩১]
- যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখনই তাহারা কবর হইতে ছুটিয়া আসিবে তাহাদের রবের দিকে। তাহারা বলিবে, 'হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল হইতে উঠাইল? দয়াময় আল্লাহ তো ইহারই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলিয়াছিলেন। ইহা হইবে কেবল এক মহানাদ। তখনই তাহাদের সকলকে উপস্থিত করা হইবে আমার সম্মুখে, আজ কারো প্রতি কোনো জুলুম করা হইবে না এবং তোমরা যাহা করিতে কেবল তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।[৩২]

✦✦✦

---

২৮. সূরা আল-বাক্বারাহ ২:৪।

২৯. সূরা আন-নাহল ১৬:২২।

৩০. সূরা ইয়াসীন ৩৬:৭৮।

৩১. সূরা ইয়াসীন ৩৬:৬৫।

৩২. সূরা ইয়াসীন ৩৬: ৫১-৫৪।

কদর-এর ভালো ও মন্দ

কদরে বিশ্বাস ইসলামী আকীদার আরেকটি অপরিহার্য দিক। যেহেতু সৃষ্টির সকল সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার একক নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণে সংঘটিত হয়েছে, সেহেতু সৃষ্টজগতের ক্ষুদ্রতম হতে বৃহত্তম সকল ঘটনা আল্লাহর ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন এবং তাঁর অনন্ত পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। 'ক্বাযা' ও 'কদরে' এই বিশ্বাস মানুষকে অন্ধ অদৃষ্টবাদীতে পরিণত করে না; বরং এর প্রকৃত তাৎপর্য হলো এই যে, সময় ও কালের সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে আল্লাহ তাআলার ইলমে যা কিছু ঘটবে সে সম্পর্কে তিনি পূর্বজ্ঞাত এবং তিনি যা জ্ঞাত ঠিক সে মতেই সব কিছু ঘটে। এই বিশ্বাসের ফলে একজন মু'মিন সুদিনে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ও নিরহংকারী হবে এবং দুর্দিনে হতাশ না হয়ে তাঁর সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে ধৈর্যধারণ করবে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

- আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করলে কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারে না এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করিতে চাহিলে তৎপর কেউ তাহার উন্মুক্তকারী নাই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৩৩]
- পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তাহা সংঘটিত করিবার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহর পক্ষে তাহা খুবই সহজ।[৩৪]
- বল, 'রহমান' হতে কে তোমাদেরকে রক্ষা করিবে রাতে ও দিনে? তবে কি আমি ছাড়া তাহাদের এমন দেব-দেবীও রহিয়াছে যাহারা তাহাদেরকে রক্ষা করিতে পারে? তাহারা তো নিজদিগকেই সাহায্য করিতে পারে না এবং আমার বিরুদ্ধে তাহাদের সাহায্যকারীও থাকিবে না।[৩৫]
- যে সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তাহা করে এবং কেহ মন্দ কর্ম করিলে তাহার প্রতিফল সেই ভোগ করিবে। তোমার প্রতিপালক তাহার বান্দাদিগের প্রতি কোনো জুলুম করেন না।[৩৬]

---

৩৩. সূরা আল-ফাতির ৩৫:২।

৩৪. সূরা আল-হাদীদ ৫৭:২২।

৩৫. সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৪২-৪৩।

৩৬. সূরা হা-মীম আস-সাজদা ৪১:৪৬।

পরিশেষে সংক্ষেপে বলা যায় যে, ইসলামী আকীদার ভিত্তি হচ্ছে নিম্নরূপ–

- মহান আল্লাহর একত্ব (তাওহীদ)
- আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রিসালাত
- আসমানী কিতাবসমূহ
- ফিরিশতা
- আখিরাত ও
- কদর এ বিশ্বাস।

শুব্বানের সর্বস্তরের কর্মীকে তাওহীদ ও রিসালাতের জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি শির্‌ক ও বিদআত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক যে, ইসলাহুল আকীদার এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতা (খুলুসিয়াত) অপরিহার্য। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট বান্দার সকল কাজই নিয়ত অনুযায়ী বিচার্য হবে। সেই সাথে প্রয়োজন ইত্তিবায়ে সুন্নাত। কারণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ছাড়া আমল গৃহীত হবে না।

উল্লিখিত আকীদার আলোকে ঈমান মজবুত করার উদ্দেশ্যে যুব সম্প্রদায়ের নিকট খালেস ইবাদতের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে চিন্তার শুদ্ধিকরণ, চিন্তাধারার স্বচ্ছতা ও বিকাশ সাধন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নেতৃত্ব মনে প্রাণে ও বাস্তবে গ্রহণ, অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে নিম্নে উল্লিখিত অনুভূতি জাগ্রত করা।

১. জামা‘আতে সালাত আদায়।

২. রমাযান মাসে সিয়াম সাধনা।

৩. যাকাত ও হজ্জ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন ও যথাযথ কর্তব্য পালন।

৪. যে সব সামাজিক অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মে তাওহীদের পরিবর্তে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং সুন্নাতের স্থলে বিদআতের বিস্তার হয়, সেগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং অন্যকে বিরত রাখার চেষ্টা করা।

৫. আকীদাসংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ এবং মুহাক্কিক আলেমগণের নিকট হতে এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি

আদ-দা'ওয়াহ ওয়াত তাবলীগ বা আহ্বান ও প্রচার

ছাত্র ও যুব সমাজের নিকট ইসলামের দাওয়াত দেওয়া এবং তাদেরকে প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা– এ দফার করণীয়। এ দফা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন:

ক. নিয়তের বিশুদ্ধতা;

খ. যুব সম্প্রদায়ের মাঝে ইসলামের পরিচিতি ও সৌন্দর্য উপস্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

গ. ব্যক্তি ও সমাজ মানসে প্রতিষ্ঠিত খালেস তাওহীদ ও সুন্নাত বিরোধী ধ্যান-ধারণার মূলোৎপাটন;

ঘ. ব্যক্তি ও সমষ্টিজীবনে কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুশাসন মেনে চলার জন্য উৎসাহ দান।

এ চারটি দিককে সামনে রেখে দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিম্নরূপ কাজ করতে হবে–

১. ব্যক্তি বিশেষকে নির্বাচন করে তার সাথে সাক্ষাতকার, আলাপ-আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে যোগাযোগ ও সম্প্রীতি স্থাপন।

২. প্রয়োজনে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে দলভিত্তিক যোগাযোগ করা যায়, যদি ব্যক্তিগত যোগাযোগ যথেষ্ট বিবেচিত না হয়।

৩. পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ইসলামী সাহিত্য আদান-প্রদান।

৪. সাপ্তাহিক বৈঠকে উপস্থিতকরণ।

৫. মাসিক সাধারণ সভার আয়োজন।

৬. সংগঠন পরিচিতি, পুস্তিকা, লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ।

৭. জনসভা আয়োজন।

৮. বাৎসরিক মাহফিলের উদ্যোগ গ্রহণ।

৯. সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজন।

১০. পাঠাগার ও বই ব্যাংক প্রতিষ্ঠা।

১১. বই বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন।

১২. পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দাওয়াতী প্রচারণা।

১৩. আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দাওয়াত।

এ সকল কাজের বিস্তারিত রূপরেখা নিম্নরূপ:

১. যোগাযোগ : বন্ধুত্ব লাভের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন দাওয়াতী কাজকে সহজ করে দেয়। অন্য প্রক্রিয়া এতটা ফলপ্রসূ নয়। এতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মন-মেজাজ, ধ্যান-ধারণা ও ইচ্ছাপ্রবণতা বুঝে সে অনুযায়ী দাওয়াত দেওয়া সহজ হয়। শ্রোতা ধীরস্থিরভাবে বক্তব্য শুনে বুঝার চেষ্টা করতে পারে। তার মনোভাব বুঝে বইপত্র প্রদান করা যায়। প্রত্যেক আরেফের মধ্যে ব্যক্তি পর্যায়ে যোগাযোগ করার মানসিকতা থাকা খুবই জরুরি। কারণ আরেফই হচ্ছে সংগঠনের প্রাথমিক কর্মী। এ কাজে পরিকল্পনা ও নিষ্ঠা যুক্ত হতে হবে। তাহলে বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যেও ছাত্র ও যুবককে দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ করে নেওয়া যায়।

২. দলভিত্তিক যোগাযোগ : অনেক সময় ব্যক্তি পর্যায়ে যোগাযোগে সুবিধা করা যায় না। সেক্ষেত্রে দলগত যোগাযোগ সুফল বয়ে আনে। এ ছাড়াও কয়েকজন আরেফ মিলিতভাবে এ কাজে বের হলে সুন্দর একটা ঐক্যবদ্ধ অনুভূতি গড়ে ওঠে। এ কাজে যাত্রার সময় দলের একজনকে নেতা নির্বাচিত করতে হবে। একটা এলাকা এবং কিছু সংখ্যক তরুণকে বেছে নিতে হবে। তারপর সেখানে দলভিত্তিক দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। এ সময় সবার সাথে শুব্বান পরিচিতি, লিফলেট, পুস্তিকা, ইসলামী সাহিত্য, রাগেব (সমর্থক) ফরম ইত্যাদি রাখতে হবে। এ ছাড়া মসজিদের নিয়মিত মুসল্লী বৃদ্ধি করতে দলবদ্ধভাবে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।

৩. পাঠ্যক্রমভুক্ত ইসলামী সাহিত্য আদান-প্রদান : শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মুদ্রিত বইপুস্তক কথার চেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এটা পরীক্ষিত সত্য। দাওয়াত বিস্তারের জন্য এটি একটি উত্তম পদ্ধতি। উদ্দিষ্ট ছাত্র ও যুবকের মন-মেজাজ ও প্রবণতা বুঝে বই বাছাই করতে হবে। প্রয়োজনের সময় যদি সংগঠনের পাঠক্রমভুক্ত বইয়ের অভাব ঘটে তাহলে কাছাকাছি মানের যে-কোনো নির্ভরযোগ্য লেখকের বই বাজার থেকে সংগ্রহ করে হলেও ইসলামী সাহিত্য আদান-প্রদানের কাজ চালু রাখতে হবে। এ ধারাবাহিকতা যেন ক্ষুণ্ন না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি।

৪. সাপ্তাহিক বৈঠকে উপস্থিতকরণ : প্রত্যেকটি শাখায় সাপ্তাহিক বৈঠক অত্যাবশ্যক। আরেফ থেকে উচ্চতম পর্যায়ের ইউনিটগুলোতে উদ্দিষ্ট ছাত্র ও

যুবকদের উপস্থিত করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সকল আরেফের উদ্দিষ্টদের যদি একসাথে হাজির করা যায় তবে উপস্থিতি সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে; সন্দেহ নেই। এ ছাড়া সালেক ও সালেহদের একাধিক উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সাপ্তাহিক বৈঠককে নিঃসন্দেহে প্রাণবন্ত করবে। শাখার সভা চলাকালে উপস্থিত সংগঠনভুক্ত যুবকদের আচরণ ও কথাবার্তার ধরণ আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে, যাতে উদ্দিষ্ট যুবকগণ আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত হয়। স্থানীয় মসজিদ সাপ্তাহিক বৈঠকের স্থান হতে পারে। এ ছাড়া প্রয়োজন মাফিক অন্য কোনো স্থানও বৈঠকের জন্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৫. মাসিক সাধারণ সভার আয়োজন : সালেক ও সালেহ ইউনিটে প্রতি মাসে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ সভায় এলাকার সকল রাগেবকে দাওয়াত দিতে হবে। সভায় উপস্থিত সবাইকে সংগঠনের আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে, যাতে সকলেই নিজ নিজ নৈতিক ও সাংগঠনিক মান উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। এ সভায় দাওয়াতকৃত ব্যক্তিদেরকেও হাজির করা যেতে পারে। মাসিক সভায় বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামকে আলোচক হিসেবে দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে।

৬. সংগঠন পরিচিতি, পুস্তিকা ও লিফলেট বিতরণ এবং পোস্টারিং : দাওয়াতী কাজ সর্বাত্মক হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য অব্যাহত ও নিয়মিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। সেজন্য ওপরে বর্ণিত প্রক্রিয়ার সাথে সংগঠন পরিচিতি ও পুস্তিকা বিতরণ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে কুরআন ও সহীহ হাদীসভিত্তিক লিফলেট বিতরণের সুযোগ নিতে হবে। এসব কাজে কেন্দ্রীয় শুব্বান ও জমঈয়তের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা ও পরামর্শ করতে হবে।

৭. জনসভা/ওয়ায মাহফিল : ওয়ায মাহফিল/জনসভার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে মূল সংগঠনের সাথে পরামর্শপূর্বক সহযোগিতা নিয়ে এর স্থান, তারিখ, সময় এবং বক্তাদের বক্তব্যের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে তা তাদের সাথে যোগাযোগ করে পূর্বেই জানিয়ে দিতে হবে। এজন্য ব্যয়ের সম্ভাব্য পরিমাণ নির্ধারণ করে তহবিল গঠন, হ্যান্ডবিল-পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ, মঞ্চ নির্মাণ, মঞ্চ পরিচালনা, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি কাজ যথাযথভাবে করতে হবে। প্রয়োজনে এসব কাজের মূল দায়িত্ব পিতৃসংগঠনকে দেওয়া যায়।

জনসভা ও ওয়ায মাহফিলের বক্তব্য হবে বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক, মার্জিত ও আকর্ষণীয়। মূলত ইসলামী আকীদা, সুন্নাহ অনুসরণ, আমর বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকার ও সৎচরিত্র গঠনের দাওয়াতই হবে এর মূল বিষয়বস্তু; আক্রমণাত্মক ও আপত্তিজনক ভাষা ও শব্দাবলি ব্যবহার অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

৮. সেমিনার : শিক্ষিত মহলে দাওয়াত পৌঁছানোর কাজে সেমিনার একটি অনুপম পন্থা। সেমিনারে শুব্বানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং পাঁচটি কর্মসূচিভিত্তিক এক বা একাধিক প্রবন্ধ পাঠ করা ও তার ওপর আলোচনা করা যায়। জমঈয়তে আহলে হাদীসের স্থানীয়/উচ্চপর্যায়ের নেতা কিংবা এ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি সেমিনারে সভাপতিত্ব করবেন। আলোচক হিসেবে জমঈয়ত ও শুব্বানের (সাবেক) দায়িত্বশীলদের রাখা যেতে পারে এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান, মুহাদ্দিস, অধ্যাপক ও শিক্ষকগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে। প্রবন্ধসমূহ মুদ্রণ করে পূর্বেই শ্রোতাদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে, যাতে পাঠশেষে আলোচনার জন্য তারা প্রস্তুত থাকতে পারেন। প্রয়োজনে এসব সেমিনারে প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখা যেতে পারে।

৯. পাঠাগার ও বইব্যাংক প্রতিষ্ঠা : আহলে হাদীস আন্দোলনের উপযোগী ইসলামী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করার জন্য শাখা জমঈয়তের পরিচালনাধীন মসজিদসহ বিভিন্ন সুবিধাজনক স্থানে পাঠাগার ও বইব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যায়। বইব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান হবে যেখানে নির্দিষ্ট মাসিক চাঁদা পরিশোধ করে লাইব্রেরি কার্ড সংগ্রহ করে পাঠকগণ বই নিয়ে যাবেন এবং পাঠ শেষে ফেরত দেবেন। এমন কোনো বই যদি পড়ার প্রয়োজন হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে বইব্যাংকে পাওয়া যাচ্ছে না তা পাঠকের চাহিদামতো বইব্যাংক কর্তৃপক্ষ কিনে পাঠককে বিতরণ করবেন।

১০. বই বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন : শাখা মসজিদের ইমাম সাহেবকে দিয়ে উপস্থিত ছাত্র, যুবক ও মুরব্বীদেরকে আহলে হাদীস আন্দোলনের ওপর বিভিন্ন বইপুস্তকের সংবাদ জানাতে হবে এবং জুমু‘আর সালাতের পরপরই ঐসব বই যাতে কিনতে পাওয়া যায়, তার জন্য অস্থায়ীভাবে মসজিদের সম্মুখে/নিকটবর্তী স্থানে এবং স্থায়ীভাবে বাজারে বই বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

১১. পত্রপত্রিকার মাধ্যমে দাওয়াতী প্রচারণা : আহলে হাদীস আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির প্রচার-প্রসারের জন্য পত্রপত্রিকার মতো গুরুত্বপূর্ণ

গণমাধ্যমকে কাজে লাগাতে হবে। সংগঠনের যেসব উৎসাহী ব্যক্তি আমাদের আকীদা ও কর্মসূচি অনুযায়ী লিখতে পারেন, তাদের কিংবা জমঈয়তের মুরুব্বীদের দিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখে মুদ্রণের উদ্যোগ নিতে হবে। তাছাড়া সংগঠন সংবাদও পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

১২. আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ : ইসলাম একটি শাশ্বত, চিরন্তন ও সর্বজনীন পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। অতএব এর প্রতি দাওয়াতের পন্থাও হতে হবে অনুপম, সর্বজনীন ও বাস্তবমুখী। সময়ের গতিধারা ও প্রযুক্তির আধুনিকায়নে ইসলামী দাওয়াত হওয়া চাই যুগোপযোগী। এজন্য প্রচলিত দাওয়াতের সকল পন্থা বাস্তবায়নের সাথে সাথে আধুনিক প্রযুক্তিও ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে এটাই বাস্তব। সে লক্ষ্যে কুরআন-সুন্নাহর দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারও অনস্বীকার্য। বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রচলিত অন্যান্য সকল পদ্ধতি অবলম্বনের সাথে সাথে বেতার, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ই-বুক, অনলাইন লাইব্রেরি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম, টুইটার ইত্যাদি)-সহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সালাফী দাওয়াতকে সর্বজনীন করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। এ ব্যাপারে শুব্বানের সর্বস্তরের কর্মী ও দায়িত্বশীলদেরকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

✦✦✦

তৃতীয় দফা কর্মসূচি

আত-তানযীম বা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

ইসলামী সমাজ ও জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্র ও যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করা–এ দফার মৌলিক দাবি।

কোনো কল্যাণমূলক কাজই সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারে না। ইসলাম একটি সুমহান ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার নিত্য কল্যাণকারিতা প্রশ্নাতীত। অমুসলিমরা সুকৌশলে সুসংগঠিতভাবে প্রাচীনকাল থেকে মুসলিম সমাজে ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতা চালাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেককে অমুসলিম বানিয়ে ফেলছে। কেনো কোনো দেশ দখল করে মুসলিমদের বহিষ্কারও করছে। এমন বিপৎসংকুল প্রেক্ষাপটে বিচ্ছিন্ন-নীরব হয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঐক্যবদ্ধ

প্লাটফরম একান্ত অপরিহার্য। অথচ সুষ্ঠু সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার অভাবে মানবতা আজ এর উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আকীদার পরিশুদ্ধি থেকে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে তানযীমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিম মিল্লাতের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ﴾

“তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের উদ্ভব হইয়াছে, তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে, অসৎকাজের নিষেধ করবে এবং আল্লাহে বিশ্বাস করবে।”[৩৭]

উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হতে পারে এবং মানবতার প্রভূত কল্যাণ সাধন করা যেতে পারে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আরও বলেন:

﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

“তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকিতে হইবে যাহারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্যে নিষেধ করিবে এবং ইহারাই হইবে সফলকাম।”[৩৮]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস:

أَنَّ الحَارِثَ الأَشْعَرِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ... قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِيْ بِهِنَّ، السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالجِهَادُ وَالهِجْرَةُ وَالجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: «وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوْا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِيْ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِيْنَ المُؤْمِنِيْنَ، عِبَادَ اللهِ»: «هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ»

---

[৩৭] সূরা আ-লি ‘ইমরান ৩:১১০।

[৩৮] সূরা আ-লি ইমরান ৩:১০৪।

আল-হারিস আল-আশ’আরী (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়াকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন .... (দীর্ঘ হাদীস) এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমিও তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলো প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা আমাকে আদেশ করেছেন। কথা শুনবে, আনুগত্য করবে, জিহাদ করবে, হিজরত করবে এবং জামা’আতবদ্ধ হয়ে থাকবে। যে লোক জামাআত হতে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হলো সে ইসলামের বন্ধন তার ঘাড় হতে ফেলে দিলো, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে লোক জাহিলিয়াত আমলের রীতি-নীতির দিকে আহ্বান করে সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত।

জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে নামায আদায় করলেও, রোযা রাখলেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে নামায-রোযা করলেও। সুতরাং তোমরা সেই আল্লাহ তা’আলার ডাকেই নিজেদেরকে ডাকবে যিনি তোমাদেরকে মুসলিম, মু’মিন ও আল্লাহ তা’আলার বান্দা নাম রেখেছেন। [দীর্ঘ হাদীসের শেষাংশ।][৩৯]

«عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً». (رواه مسلم)

“আবু হুরাইরা (রা.) হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: যে ব্যক্তি আনুগত্য পরিত্যাগ করে এবং জামা‘আতী জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।”[৪০]

«عن عرفجة قال: سمعت رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلَ: مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلٰى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ.

“আরফাজাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা যখন কোনো এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকো, সে সময় কেউ যদি তোমাদের মাঝে এসে তোমাদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টির মতলব আঁটে অথবা তোমাদের জামা‘আতকে টুকরো টুকরো করতে চায়, তবে তাকে কতল করো।”[৪১]

---

[৩৯] ৩৯. মুসনাদ আহমাদ; জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ২৮৬৩।

[৪০] ৪০. সহীহ মুসলিম- হা. ১৮৪৮।

[৪১] ৪১. সহীহ মুসলিম- হা. ১৮৫২।

এ দফায় দুটি দিক রয়েছে– ১. সংগঠন ও **২.** ব্যবস্থাপনা।

১. সংগঠনঃ

ক. ক্যাডারঃ জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ একটি ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন। যেসব ছাত্র ও যুবক এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচিকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করবে, তারাই এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থবিত্ত, দলীয় ক্ষমতা প্রভৃতি কোনোকিছুই এতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া কিংবা মনোন্নীত হওয়ার যোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে না।

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

“তোমাদের মাঝে আল্লাহর নিকট সেই অধিক সম্মানিত যে আল্লাহকে অধিক ভয় করে।”

এই মূলনীতিই হবে এ সংগঠনের সদস্য ও নেতৃত্বের পদ লাভের মূল মাপকাঠি। এর চারটি ক্যাডার থাকবে। রাগেব, আরেফ, সালেক ও সালেহ্। রাগেব ফরম পূরণ করে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর নিষ্ঠা, জ্ঞানার্জন, কর্মতৎপরতা ও তাক্বওয়ার পরীক্ষার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সর্বোচ্চ সালেহ পদে উন্নীত হওয়া যাবে। এটাই ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন হওয়ার মূল তাৎপর্য।

★ শুব্বানের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য হবে নিম্নরূপঃ

মনে রাখতে হবে বর্তমান সময়, সমাজ ও দেশের প্রেক্ষাপটে **জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ** একটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী যুব সংগঠন। মধ্যপন্থী, ভারসাম্যপূর্ণ, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাস্তবধর্মী অথচ ঈমান ও আকীদায় অটল। এর পরিচয় নিম্নরূপঃ

১. সকল সিদ্ধান্ত আল কুরআন ও সহীহ হাদীসভিত্তিক।

২. পরামর্শ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. সংগঠনের অভ্যন্তরে আত্ম-সংশোধন ও উন্নয়নে পারস্পরিক মৈত্রী ও সহযোগিতা।

খ. স্তর বিন্যাস : গঠনতন্ত্রের ৬ নং ধারা মোতাবেক কর্মীরা চারটি স্তর এবং ৭ নং ধারা অনুযায়ী সংগঠন চারটি স্তরে বিভক্ত–

(ক) কর্মীদের স্তর : রাগেব, আরেফ, সালেক ও সালেহ।

রাগেব : এই আন্দোলনে পূর্ণ আস্থাশীল ৫ম ধারায় বর্ণিত বয়ঃক্রমের যে কেউ র্নিধারিত ফরম পূরণ করে স্থানীয় প্রতিনিধির নিকট বা কেন্দ্রে জমা দিলে তিনি 'রাগেব' হিসেবে গণ্য হবেন।

আরেফ : সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচির সাথে ঐকমত্য পোষণকারী, দাওয়াতী কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণকারী, নিয়মিত মাসিক ই'আনত দানকারী, ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণকারী এবং সাপ্তাহিক বৈঠকে নিয়মিত উপস্থিত ব্যক্তি নির্ধারিত ফরম পূরণ করে স্থানীয় সভাপতির সুপারিশসহ জেলা সভাপতির নিকট পেশ করে তার অনুমোদন লাভ করলে 'আরেফ' হতে পারবেন।

সালেক : কোনো 'আরেফ' সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির সাথে সচেতনভাবে একমত, ইসলামের প্রাথমিক দায়িত্বসমূহ সঠিকভাবে পালনে যত্নবান এবং সংগঠনের সার্বিক তৎপরতার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার শর্ত সাপেক্ষে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে জেলা সভাপতির সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় সভাপতির অনুমোদন লাভ করলে 'সালেক' হতে পারবেন।

সালেহ : কোনো সালেক যদি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেন, যাবতীয় হারাম ও কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকেন, ইসলাম ও জাহেলিয়াত বিশেষ করে তাওহীদ ও শিরক, সুন্নাত ও বিদআত, ইত্তেবায়ে সুন্নাত ও তাক্বলীদে শাখসী সর্ম্পকে সঠিক জ্ঞান রাখেন ও সে মতো আমল করেন এবং এই সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচির বিপরীত কোনো সংগঠনের সাথে জড়িত না থাকেন, তবে তিনি নির্ধারিত ফরম পূরণ করে কেন্দ্রীয় সভাপতির নিকট পেশ করার পর মজলিসে কারার পরার্মশ ও সমর্থন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সভাপতির অনুমোদন পেলে 'সালেহ' হতে পারবেন।

(খ) সাংগঠনিক স্তরঃ শাখা, উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্র।

সাংগঠনিক স্তরসমূহের বিস্তারিত বিবরণ গঠনতন্ত্রে বর্ণিত আছে।

(গ) দায়িত্ব ও কর্মপরিধি :

১. মজলিসে আমঃ এটি হচ্ছে শুব্বানের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী পরিষদ বা ফোরাম। যা সংগঠনের যে-কোনো নীতিনির্ধারণ, সংযোজন ও বিয়োজন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। এ ছাড়া পরামর্শদান, উৎসাহিতকরণ, সতর্ককরণ, পর্যালোচনা কিংবা বৃহত্তর প্রয়োজনে শুব্বানের কেন্দ্রীয় মজলিসে আম-এর কোনো সিদ্ধান্ত বাতিল করার ক্ষমতা গঠনতন্ত্রের ১৩-১৫ ধারা

অনুযায়ী উপদেষ্টা পরিষদ সংরক্ষণ করবে। গঠনতন্ত্র সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন ও প্রতিস্থাপনের প্রাথমিক দায়িত্ব ধারা ২১ এর শর্তাধীনে মজলিসে আম পালন করবে।

২. মজলিসে কারার: মজলিসে কারার হচ্ছে **জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ** এর কার্যনির্বাহী পরিষদ। মজলিসে আম কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও কেন্দ্রীয় সভাপতিকে সহযোগিতা করা হবে এর প্রধান দায়িত্ব। মজলিসে কারারের বিভিন্ন পদাধিকারী যেমন সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১৮ জন দায়িত্বশীল সালেহদের প্রত্যক্ষ ভোটে ও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। ৫ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি মহোদয় কর্তৃক এবং ২ জন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হবেন। মজলিসে কারারের সর্বমোট সদস্য হবেন ২৩ জন। মজলিসে কারার মজলিসে আম-এর নিকট দায়ী থাকবে।

৩. জেলা: কেন্দ্রের অনুমোদন নিয়ে একাধিক উপজেলা ইউনিট নিয়ে জেলা ইউনিট গঠিত হবে। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১৫ সদস্যবিশিষ্ট মজলিসে কারার গঠিত হবে। জেলা সভাপতি হবেন এর প্রধান। তিনি হবেন সালেহ ক্যাডারভুক্ত। তাঁকে নির্বাচিত করবেন জেলার সালেক ও সালেহগণ। তিনি জেলা মজলিসে কারারের নেতৃত্ব দান করবেন। জেলার সাংগঠনিক কাজের ব্যবস্থাপনা তাঁর হাতে ন্যস্ত থাকবে।

৪. উপজেলা: উপজেলা সভাপতি শাখার আরেফদের প্রত্যক্ষ ভোটে গোপন ব্যালটে নির্বাচিত হবেন। তিনি হবেন সালেহ কিংবা সালেক। সাধারণ সম্পাদকসহ ১৩ সদস্যবিশিষ্ট এ সংগঠন উপজেলার সংগঠন পরিচালনায় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে।

৫. শাখা: শাখা সংগঠনের সর্বনিম্ন পর্যায় অথচ এখান থেকেই সংগঠনের যাত্রা শুরু। মনে রাখতে হবে, সংগঠনের সার্বিক ব্যবস্থাপনার শুরু শাখা থেকে। শাখা থেকে ক্রমান্বয়ে কেন্দ্রের দিকে এর কার্যক্রম পরিচালিত হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতার অনুশীলন শুরু হবে এখান থেকেই। শাখা সভাপতি এর প্রধান হবেন। তিনি হবেন আরেফ ক্যাডারের। ১১ জন আরেফ থাকলে শাখা গঠিত হবে। সংগঠনের নিয়মিত কর্মসূচি পালনসহ পর্যায়ক্রমে উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রের নির্দেশ পালনই এর কাজ হবে।

২. ব্যবস্থাপনা

তৃতীয় দফার দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে ব্যবস্থাপনা। সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার চেয়ে কাজের ব্যবস্থাপনা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অপেক্ষাকৃত কঠিন। ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়েই সংগঠনের অস্তিত্ব ও অগ্রগতি নিশ্চিত হবে। এ পর্যায়ের কাজগুলো হবে নিম্নরূপ:

১. সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক বৈঠক;
২. শাখা, উপজেলা, জেলার সভাপতি ও সম্পাদকদের মাসিক/ত্রৈমাসিক বৈঠক;
৩. রাগেব, আরেফ, সালেক ও সালেহ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ;
৪. সাংগঠনিক সাক্ষাৎ;
৫. দাওয়াতী ও সাংগঠনিক সফর;
৬. পরিকল্পনা;
৭. মজলিসে আমের বৈঠক;
৮. মজলিসে কারারের বৈঠক;
৯. নেতৃত্ব নির্বাচন;
১০. তহবিল গঠন;
১১. তথ্য সংরক্ষণ;
১২. প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ;

(১) সাপ্তাহিক বৈঠক

প্রত্যেক শাখায় প্রতি সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে একটি বৈঠক হতে হবে। শাখা সভাপতি বৈঠক পরিচালনা করবেন। এতে সকল পর্যায়ের ক্যাডার উপস্থিত থাকবেন। স্থানীয় মসজিদ বা সুবিধাজনক স্থানে এ বৈঠক হবে। বৈঠকের কর্মসূচি পরিশিষ্টে বর্ণিত হয়েছে।

(২) পাক্ষিক/মাসিক বৈঠক

প্রত্যেক উপজেলা/জেলায় মাসের নির্ধারিত দিনে ২/১টি বৈঠক হতে হবে। উপজেলা বা জেলা সভাপতি বৈঠক পরিচালনা করবেন। এতে উপজেলা/জেলা সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল উপস্থিত থাকবেন। স্থানীয় মসজিদ, উপজেলা/জেলা অফিস বা সুবিধাজনক স্থানে এ বৈঠক হবে।

(৩) সভাপতি ও সম্পাদকদের মাসিক/ত্রৈমাসিক বৈঠক

প্রত্যেক জেলাধীন সকল ইউনিটের সভাপতি ও সম্পাদকদের মাসিক/ত্রৈমাসিক বৈঠক সংগঠনের অগ্রগতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে সকল সাংগঠনিক স্তরের বিগত কার্যক্রমের প্রতিবেদন পর্যালোচনা, আগামী দিনের পরিকল্পনা প্রণয়ন, ক্যাডারদের মানোন্নয়ন, মান পর্যালোচনা, নেতৃত্ব সৃষ্টি ইত্যাদির অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হবে। জেলা সভাপতি এতে সভাপতিত্ব করবেন। প্রত্যেক শাখার সম্পাদক তার শাখার বিগত মাসের রির্পোটসহ ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। উপস্থিতির ব্যাপারে সময়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। কোনো শাখার সভাপতি/সম্পাদকমণ্ডলী উপজেলা উর্ধ্বতন সভাপতির অনুমতি ছাড়া বৈঠকে অনুপস্থিত থাকতে পারবেন না। দিন তারিখ জানিয়ে পূর্বেই জেলা সভাপতির অধস্তন সভাপতিকে চিঠি দিবেন। এ বৈঠকের কর্মসূচি হবে নিম্নরূপ:

➢ দারসুল কুরআন	১০ মিনিট
➢ দারসুল হাদীস	১০ মিনিট
➢ শাখা ভিত্তিক রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা ৩৫ মিনিট (এর মধ্যে তহবিলের হিসাব ও জেলার নিসাব নির্ধারিত অংশ প্রদান অন্তর্ভুক্ত থাকবে)	
➢ পরবর্তী মাসের পরিকল্পনা গ্রহণ–	৩০ মিনিট
➢ কাজ বণ্টন	০৫ মিনিট
➢ ইহতিসাব বা সৌহার্দ্যপূর্ণ সমালোচনা	১৫ মিনিট
➢ বিবিধ	৫ মিনিট
➢ পরিচালকের নসিহত ও দু'আ–	১০ মিনিট
	মোট ২ ঘণ্টা

(৪) রাগেব, আরেফ, সালেক ও সালেহদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ

ব্যবস্থাপনার এ পর্যায়ে সালেক ও সালেহদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে সংগঠনের জনশক্তি গড়ে উঠবে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ কাজটি খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হবে দুই ধরনের– দাওয়াতী ও আরেফ। সালেকগণ টার্গেট করবেন আরেফদেরকে। সালেহদের উদ্দিষ্ট হবে সালেকগণ। সংগঠনের লক্ষ্য ও আদর্শ, এর মেজাজ, জামাআতী জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম এবং নিজের জান-মাল দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করার মানসিকতা আছে এমন

সালেককেই সালেহ হিসেবে টার্গেট নেওয়া যায়। সালেহ ও সালেকগণ আরেফ ও রাগেবদের মধ্য থেকে উদ্দিষ্ট করবেন। এক্ষেত্রে চরিত্রবান, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং আত্মকেন্দ্রিক নয় বরং সমাজমুখী এমন যুবকদের বেছে নিতে হবে। একজন সালেহ ও সালেক এ ধরণের তিনজনকে আরেফ করার লক্ষ্য স্থির করে যোগাযোগ করবেন। এদের সাথে সহজ মেলামেশা করতে হবে। আন্তরিক ও গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং তার সামনে নিজকে বিশ্বস্ত ও আপনজন হিসেবে পেশ করতে হবে।

দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে নিয়মিত যোগাযোগ এবং আলাপ আলোচনা ও সংগঠনে মনোনীত বইপুস্তক আদান প্রদান খুবই ফলপ্রসু।

(৫) সাংগঠনিক সাক্ষাৎ

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস “আল-হুব্বু ফিল্লাহি ওয়াল বুগযু ফিল্লাহি (আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা, আল্লাহর জন্যই শত্রুতা)” বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে। এ অনুভূতি মনে রেখে সংগঠনের প্রয়োজনে উপরের ও নিচের দায়িত্বশীলদের পারস্পরিক আদান-প্রদান যোগাযোগকে এককথায় সাংগঠনিক সাক্ষাৎ বলা যায়। এতে করে পরস্পর পরস্পরের সাংগঠনিক সমস্যা বুঝতে ও তার সমাধানের পরামর্শ দিতে পারবেন। এ সাক্ষাৎকার দায়িত্বশীলদের মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠানে খুবই সহায়ক হবে এবং পরিণামে সকলের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ এক ঐক্যবদ্ধ চেতনা গড়ে তুলবে।

(৬) দাওয়াতী ও সাংগঠনিক সফর :

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিতে তায়েফ গমন করেন এবং অকথ্য অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেও সকলকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানান। আবার তিনি আরব দেশের ভিতরে ও বাইরে দূত মারফত পত্র প্রেরণ করে অমুসলিম শাসক ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের দাওয়াত দেন। দীনী তাবলীগ ও তারবিয়াতের জন্য তিনি বিভিন্ন অঞ্চল ও কবীলায় (গোত্রে) একক বা দলবদ্ধভাবে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-কে পাঠাতেন। পরবর্তী যুগেও এ ধরনের দাওয়াত সংগঠন প্রশিক্ষণমুখী তৎপরতা অব্যাহত থাকে। সাংগঠনিক প্রয়োজনে ঊর্ধ্বতন সংগঠন থেকে নিম্ন পর্যায়ের সংগঠনে কিংবা সংগঠনের দওয়াত পৌঁছানোর জন্য এমন স্থানে সফর করতে হবে যেখানে নতুন শাখা চালু হওয়ার মতো সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ সফর মহল্লা বা এলাকার মধ্যে, নিকট বা দূরবর্তী স্থানে হতে পারে। সফর করলে একদিকে যেমন যোগাযোগ ও সম্পর্কের পরিধি বাড়ে;

অন্যদিকে তেমন ব্যক্তিত্ব, মনের প্রসারতা, যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার যোগ্যতা ও দলবদ্ধভাবে কাজ করার প্রেরণা বৃদ্ধি পায়।

সফর করার সময় কতগুলো বিষয় লক্ষ রাখতে হবে:

ক. কত দিনের সফর।

খ. কত দূরের পথ।

গ. যাতায়াত খরচের পরিমাণ।

ঘ. সফরকালীন কাজ।

ঙ. রিপোর্ট তৈরি।

সফরকালে নিজ খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করাই উত্তম। সংগঠন থেকে ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করা যায়। কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যের খরচ বহন করতে পারে। সংগঠনের কর্মীদের উৎসাহ বৃদ্ধি, মানোন্নয়ন ও স্থানীয় সমস্যার সমাধানের জন্য জনসভা, সেমিনার ও মাহফিল-এ যোগদানের জন্য ও দাওয়াতী কার্যক্রম সফল করার জন্য সফর করা যায়। প্রশিক্ষণ বা তারবিয়াত প্রদান এবং জরুরি সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে। দলবদ্ধভাবে সফর করতে হলে একজন নেতা নির্বাচন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট কর্মসূচি থাকতে হবে, যাতে সফরকালীন সময়টা দ্বীনের অনুশীলন ও সাংগঠনিক প্রশিক্ষণে যথাযথভাবে ব্যয় করা যায়।

(৭) পরিকল্পনা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে নির্ভেজাল দ্বীনী আন্দোলন সফল করতে হলে সঠিক পরিকল্পনার বিকল্প নেই। এজন্য সংগঠনের সর্বস্তরে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় দুটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এমন পরিকল্পনা গৃহীত হবে না, যা– (১) শরীয়তবিরোধী হবে বা (২) যাতে পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে উপনীত সমন্বিত চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটবে না। পরিকল্পনা হবে শাখা, উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে। কেন্দ্রের পরিকল্পনার আঙ্গিকে অধস্তন স্তরের পরিকল্পনা রচিত হবে। শাখার পরিকল্পনা উপজেলা, উপজেলার পরিকল্পনা জেলা এবং জেলার পরিকল্পনা কেন্দ্র কর্তৃক অনুমোদনের পর কার্যকর হবে। পরিকল্পনা গ্রহণের সময় বাস্তব অবস্থা ও কাজের ক্ষেত্র সম্পর্কে বিস্তারিত অনুশীলন থাকতে হবে। পরিকল্পনা গৃহীত হবে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়ে:

ক. কর্মীশক্তি বৃদ্ধি। মনে রাখতে হবে যে, সংগঠনের মূল শক্তি হচ্ছে সালেহ।
খ. নেতৃত্বের মান উন্নয়ন।
গ. শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি।
ঘ. প্রাতিষ্ঠানিক শাখা গঠন (স্কুল, মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়) ও বৃদ্ধিকরণ।
ঙ. কর্মীদের মান বৃদ্ধি।
চ. তহবিলের অবস্থার উন্নয়ন।
ছ. আহলে হাদীস আন্দোলন বিস্তারের লক্ষ্যে সামগ্রিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ অনুশীলন।
জ. বিরোধী শক্তির অপতৎপরতা প্রতিরোধ।
ঝ. সমাজসেবা ও সমাজ সংস্কার।

এ পরিকল্পনা মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক হতে হবে। পরিকল্পনা গ্রহণের সময় সংশ্লিষ্ট জমঈয়তের পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি বিধানের প্রতি নজর রাখতে হবে।

(৮) মজলিসে আমের বৈঠক

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পরিষদ হচ্ছে মজলিসে আম। বছরে কমপক্ষে একবার এর অধিবেশন হতে হবে। জরুরি প্রয়োজনে অথবা মজলিসে আম-এর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত তলবের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সভাপতি বিশেষ অধিবেশন ডাকবেন। তিনিই এতে সভাপতিত্ব করবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। তবে যদি কোনো একজনের মতো শরীয়তের অনুকূলে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতো শরীয়ত মোতাবেক না হয়, তাহলে ঐ একজনের মতকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত পুনর্মূল্যায়ন করে শরীয়তসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সভায় উপস্থিত সকলেই অকপটে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করবেন। একবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর দ্বিমত পোষণ ও সমালোচনা করার অবকাশ থাকবে না। আলোচ্যসূচি জানিয়ে মজলিসে আমের সদস্যদের বৈঠক ডাকার দায়িত্ব সভাপতির নির্দেশে সাধারণ সম্পাদক পালন করবেন। সকল প্রকার রেকর্ড সংরক্ষণের দায়িত্ব তিনি পালন করবেন।

(৯) মজলিসে ক্বারারের বৈঠক

মজলিসে ক্বারার হবে প্রধান নির্বাহী পরিষদ এবং সভাপতি তাঁর দায়িত্ব পালনে সর্বদা এই পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। মজলিসে আমের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মজলিসে আমের প্রতিনিধিত্ব স্বরূপ

সংগঠনের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মজলিসে ক্বারারের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতি যখনই প্রয়োজন মনে করবেন তখনই এই মজলিসের বৈঠক ডাকার জন্য সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশ দেবেন। সভাপতি এতে সভাপতিত্ব করবেন। কেন্দ্র ও জেলা পর্যায়ে মাসে সাধারণত একবার মজলিসে ক্বারারের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এবং উপজেলা ও শাখা পর্যায়ে পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

(১০) নেতৃত্ব নির্বাচন

ইসলামী পদ্ধতিতে নেতৃত্ব নির্বাচন শুব্বানের অন্যতম মূলনীতি। উপযুক্ত নেতা নির্বাচনের উপরই সংগঠনের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রত্যক্ষ ভোট ও গোপন ব্যালটে সকল স্তরে নেতা নির্বাচিত হবেন। এর জন্য কারো পক্ষে কোনো রকম প্রচারণা চালানোর প্রবণতা যেন না দেখা দেয়, সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নেতৃত্বের প্রতি লোভ সংগঠনের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সাবধানতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আবূ মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ» وفي رواية قال لا نستعمل على عملنا من اراده (متفق عليه)

“আল্লাহর শপথ! যারা নেতৃত্ব চায় বা তার প্রতি লোভ রাখে আমরা তাদেরকে তা দেই না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন: আমাদের কাছে যারা নেতৃত্ব বা কাজের জন্য নিয়োগের আবেদন করে আমরা তাকে তা দিই না।”[৪২]

আহলে হাদীস আন্দোলন একটি পূর্ণ সমাজবিপ্লব ও সর্বজনীন আদর্শভিত্তিক আন্দোলন। খালেস নিয়ত ও অবিচলিত নিষ্ঠা এ পথের অন্যতম পাথেয়। নেতার মধ্যে এরকম গুণাবলির কতটুকু সমাবেশ ঘটেছে নির্বাচনের সময় তা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। নেতা নির্বাচনে আর্থ-সামাজিক প্রতিপত্তি ও চোখ ধাঁধানো ক্রিয়াকলাপ কোনোক্রমেই বিবেচনায় আসবে না।

(১১) তহবিল গঠন

অর্থসংস্থান বা সম্পদের সমাবেশ ছাড়া আহলে হাদীস আন্দোলনের মতো মহান সংগ্রামী সংগঠন করার কথা চিন্তাই করা যায় না। বর্তমান যুগে বাতিল শক্তির

---

[৪২] ৪২. সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম- হা. ১৭৩৩।

মোকাবেলায় ইসলামকে বিজয়ী দ্বীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মাল ও জানের সর্বোচ্চ কুরবানী করায় অভ্যস্ত হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, “তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করবে তোমাদের মাল ও জীবন দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে।”[৪৩]

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী শাখা, উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রের তহবিল থাকবে। এ তহবিলের দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ বহন করবেন। তবে এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকবে কোষাধ্যক্ষের ওপর (ধারা ১১)। তহবিলের আয়ের উৎস গঠনতন্ত্রের ১৯ ধারায় বর্ণিত হয়েছে।

(১২) তথ্য সংরক্ষণ

সংগঠনের প্রতিটি স্তরে নিজস্ব অফিস থাকা প্রয়োজন। এর মূল কাজ হবে তথ্য সংরক্ষণ। শাখা বা মহল্লার মসজিদ প্রাথমিকভাবে অফিসের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। সময় ও সামর্থ অনুযায়ী তা জনসমাগমের স্থানে স্থানান্তর করা হবে। তথ্য সংরক্ষণের মধ্যে থাকবে:

ক. সদস্যদের নামের তালিকা।

খ. দায়িত্বশীলদের ঠিকানা ও দ্রুত যোগাযোগের নম্বরসমূহ।

গ. ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক রিপোর্ট।

ঘ. বৈঠকের কার্যবিবরণী।

ঙ. পাঠক্রম ও পাঠ্য তালিকা।

চ. রাগেব ফরম ও তার মুড়ি।

ছ. রসিদ বই/কুপণের মুড়ি।

জ. ক্যাশ বই।

ঝ. বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় ফাইল।

ঞ. পোস্টার ও লিফলেটের কপি।

ট. সংবাদ কাটিং।

ঠ. উর্ধ্বতন স্তর থেকে প্রাপ্ত এবং অধস্তন স্তরে প্রেরিত সকল সার্কুলার।

ড. মানোন্নয়ন পরীক্ষার নথিপত্র প্রভৃতি।

---

[৪৩] সূরা আস্ সাফ্ : ১১।

সংগঠনের কাজের পরিধি অনুযায়ী তথ্য সংরক্ষণের জন্য ফাইল, বই, খাতা ও আসবাবপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে বা কমতে পারে। এ ছাড়া তথ্য সংরক্ষণ, সংগঠন ও দাওয়াতী কাজে আধুনিক প্রযুক্তি যথাসম্ভব ব্যবহার জরুরি।

(১৩) প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ

নির্ধারিত মেয়াদ শেষে সকল কাজেরই পর্যালোচনা হতে হবে। পর্যালোচনা না হলে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ সহজ হবে না। এজন্য পূর্বাপর কাজের প্রতিবেদন রচনা ও তা বৈঠকে পেশ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। সে জন্য প্রত্যেক শাখা সংগঠন প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে অবশ্যই তার মাসিক প্রতিবেদন উপজেলায় পৌঁছাবে। উপজেলায় সংগঠন না থাকলে জেলায় এবং জেলা না থাকলে সরাসরি কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। উপজেলা তা জেলায় এবং জেলা তা কেন্দ্রে পাঠাবে। প্রচারযোগ্য প্রতিবেদন বিভিন্ন সাময়িকী ও সংবাদপত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

✦✦✦

চতুর্থ দফা কর্মসূচি

আত তাদরীব ওয়াত্ তারবিয়াহ বা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ

যুবশক্তিকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান, শিরক ও বিদআতের মূলোৎপাটন এবং এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে যোগ্য আহলে হাদীস কর্মী গঠনের মাধ্যমে **বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস**-এর নেতৃত্বে আহলে হাদীস আন্দোলন সমাজের সর্বস্তরে সম্প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করা এ দফার করণীয়।

এ দফার দুটি দিক রয়েছে– ১. শিক্ষণ, ২. প্রশিক্ষণ।

১. শিক্ষণ:

মুসলিম সমাজে বাস করেও বর্তমান পৃথিবীতে খালেস ইসলামের সন্ধান পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব বিষয়। সর্বক্ষেত্রেই মূর্খতা এবং ইসলামের নামে বিভ্রান্তিমূলক মতবাদের সয়লাব এবং শিরক-বিদআতের অন্ধকার সমাজকে গ্রাস করেছে। এমতাবস্থায় খাঁটি দ্বীনের সন্ধান লাভের জন্য নির্ভেজাল শিক্ষার বিকল্প নেই। তাছাড়া মুসলিম হিসেবে জীবন যাপনের জন্যও দ্বীনী জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। আল্লাহ এজন্যেই তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি প্রথম

প্রত্যাদেশ করেন: ﴿اِقْـرَأْ بِاسْـمِ رَبِّـكَ الَّـذِيْ خَلَـقَ﴾ “পাঠ করো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন”[৪৪]। আহলে হাদীস আন্দোলনের একজন কর্মীর পথ যে-কোনো তথাকথিত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর পথের চাইতে অনেকাংশে বন্ধুর ও বিপদসংকুল। এজন্য নিজেকে গড়ে তোলা এবং ইলমী জগতে সদা বিচরণ করা শুব্বান কর্মীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। শিক্ষণের আওতায় একজন কর্মীর বিশ্রামের সুযোগ নেই। তাকে প্রতিনিয়ত জ্ঞান চর্চার কাজে মগ্ন থাকতে হবে। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের আঞ্জাম দেওয়ার জন্য প্রযুক্তির সহায়তা গ্রহণের পাশাপাশি সকল স্তরে উপযোগী পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী নিয়মিত বই পাঠ করতে হবে। নিত্যাধুনিক জ্ঞান-আহরণ, দেশ-বিশ্বের সর্বশেষ তথ্যানুসন্ধানে ব্রতী হতে হবে। এসব বইপুস্তক প্রতিদিন কমপক্ষে ১৫ পৃষ্ঠা করে অবশ্যই পাঠ করতে হবে। সময় বেশি থাকলে বেশি করে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার ব্যাপারে এক কর্মী অন্য কর্মীকে সহায়তা করবে। ইসলামী সাহিত্যের মধ্যে কুরআন-হাদীসের উপরে সরাসরি ভিত্তি করে রচিত পুস্তকগুলো অগ্রগণ্য হবে।

২. প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের মধ্যে থাকবে– ক. প্রশিক্ষণ বৈঠক, **খ.** সামষ্টিক পাঠ, **গ.** পাঠচক্র, **ঘ.** প্রশিক্ষণ ক্যাম্প, **ঙ.** তাহাজ্জুদ, **চ.** ব্যক্তিগত রিপোর্ট ও ইহতিসাব, **ছ.** বক্তৃতা প্রশিক্ষণ, **জ.** শিক্ষা বৈঠক।

ক. প্রশিক্ষণ বৈঠক: প্রতিটি শাখায় মাসে চারটি সাপ্তাহিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। তার মধ্যে দুটি হবে তাদরীবী বা প্রশিক্ষণমূলক। বাকী দুটি হবে সাংগঠনিক। উপজেলা শাখায় মাসে দুটি পাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে একটি হবে তাদরীবী এবং অপরটি হবে তানযীমী। এছাড়া জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মাসিক একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে, যার প্রথমাংশ তাদরীবী ও দ্বিতীয়াংশে তানযীমী পর্ব পরিচালিত হবে।

খ. সামষ্টিক পাঠ

সকলে বসে নির্দিষ্ট কোনো বই পড়ে অনুধাবনের জন্য সামষ্টিক পাঠ খুবই উপযোগী। কোনো বিষয়ের গভীরে যাবার জন্যও এ পদ্ধতি সুন্দর ফল দেয়। কারণ সামষ্টিক পাঠে পরস্পরের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক আলোচনার সুযোগ ঘটে।

---

৪৪. সূরা আল ‘আলাক্ব : ১।

সামষ্টিক পাঠ করতে হলে নির্ধারিত কোনো প্রবন্ধ, বই-এর অংশবিশেষ কুরআন বা হাদীসের নির্ধারিত অংশ নির্বাচন করা যায়। এ অনুষ্ঠানে ৫-১০ জন কর্মী থাকবেন। পরিচালক তাদের মধ্য থেকে একজনকে পাঠ করতে বলবেন। অন্যরা তা মনোযোগসহ শুনবেন। অংশ বিশেষ পাঠ হয়ে গেলে পাঠককে থামতে বলে সেই অংশে কী বক্তব্য রয়েছে পরিচালক তা যে-কোনো একজন অংশগ্রহণকারীকে প্রশ্ন করবেন। তাঁর আরও দায়িত্ব হবে সামষ্টিক পাঠকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করা। একজনের খানিকটা পড়া হয়ে গেলে দ্বিতীয়জন এবং এভাবে পরপর সবাই পাঠ করবেন। এভাবে একে একে সবাই পাঠে অংশ নেয় বলেই এটাকে সামষ্টিক পাঠ বলা হয়। এ পাঠ এক ঘণ্টাব্যাপী হতে পারে।

গ. পাঠচক্র

কর্মীদের মানোন্নয়ন, তাদের মধ্যে চিন্তাশীলতার প্রবণতা বৃদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি নির্মাণে পাঠচক্র খুবই ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। একজন পরিচালক এবং কমপক্ষে ৬ কিংবা অনধিক ৮ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে পাঠচক্র গঠিত হবে। সালেক ও সালেহ পর্যায়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হবে। তবে সালেক ও সালেহ প্রার্থীদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে কর্মীদের সাংগঠনিক মান ও দক্ষতা উন্নয়ন, সালেহিয়াতের মান সৃষ্টি, নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং তাক্বওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ। বিষয়বস্তু ঠিক করে এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বই নির্বাচন করতে হবে। অনুষ্ঠানের অন্তত এক সপ্তাহ পূর্বে নির্বাচিত বইটি সকলে ব্যাপকভাবে পড়াশোনা ও তার উপর চিন্তা-ভাবনা করে আসবেন। নির্ধারিত দিনে পরিচালক পয়েন্ট মাফিক আলোচনা পরিচালনা করবেন। এজন্য একাদিক্রমে একাধিক বৈঠকে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। তবে কোনো অবস্থাতেই পাঠচক্র অসমাপ্ত বা অর্ধসমাপ্ত রাখা যাবে না। কারণ নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনার সফল সমাপ্তি না হলে ঐ বিষয়ে কর্মীর মনে ব্যাপক ও স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠবে না। মাসে অন্ততঃ ১টি পাঠচক্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা থাকতে হবে। একটি বৈঠক অনধিক ২ ঘণ্টা চলবে। আধ ঘণ্টার বিরতিসহ আবার শুরু হবে। নিম্নের বিষয়গুলি মনে রাখা প্রয়োজন।

ক. অংশগ্রহণকারীগণ হবে সমমানের।

খ. পরিচালকের মান হতে হবে ঐ টিমে সবচেয়ে উন্নত।

গ. নির্ধারিত বই পাঠ ও অনুশীলন পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচালককে পূর্বাহ্নেই দিকনির্দেশনা দিতে হবে।

ঘ. সকল অংশগ্রহণকারীই পড়াশোনা করে আসবেন এবং আলোচনার সুবিধার্থে নোট করে আনবেন।

ঙ. নির্ধারিত সকলেই যথাসময়ে অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন।

চ. যথাযথ মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে আসতে হবে। যেমন তেমন করে সমাপ্ত করার প্রবণতা পরিহার করতে হবে। কোনো কর্মীই যেন বলতে না পারেন তিনি বইটি পড়ে আসতে পারেননি।

ছ. পরিচালকের কাজ হবে আলোচনাকে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করা এবং প্রত্যেকটি পয়েন্টে সিদ্ধান্তমূলক উপসংহার টানা।

জ. প্রতিটি বিষয়ের মূল কথাগুলো সকলে নোট করবেন।

ঝ. বিষয়বস্তুর উপর একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসবে। তবে তা যেন কুরআন-সুন্নাহর অনুবর্তী হয় সেদিকে সতর্ক খেয়াল রাখতে হবে।

ঘ. প্রশিক্ষণ ক্যাম্প

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আহলে হাদীস আন্দোলন হচ্ছে সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে শির্ক ও তাক্বলীদে শাখসী মুক্ত এবং তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক ইসলামী সমাজ গঠনের এক সর্বাত্মক প্রায়াস। এজন্য সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁদের দুনিয়ার জীবনের সকল প্রকার বন্ধন ও মোহমুক্ত হয়ে জীবন বাজি রেখে একমাত্র বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ এবং নিষ্কলুষ চরিত্রের অস্ত্র নিয়ে ময়দানে নেমেছিলেন। তাঁদের কোনো পিছুটান ছিল না। নেতা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ পালনই ছিল জীবনের একমাত্র ব্রত। এমন মানুষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। এ যুগেও যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পদ্ধতি অনুযায়ী সেই মানুষ ও মানস গঠনের কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায়, তাহলে আবারও সেভাবে ইসলাম বিজয়ী দ্বীন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, এ বিশ্বাস মুসলিম তথা আহলে হাদীস মাত্রেরই থাকা উচিত।

এজন্য একদল লোককে সকল পার্থিব আকর্ষণমুক্ত হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করার প্রস্তুতি রাখতে হবে। সেই সাথে প্রয়োজন হবে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন। মনে রাখতে হবে, সকল প্রকার জাহালতের মোকাবেলায় ইল্‌মের কোনো বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণ ক্যাম্প এ উদ্দেশ্য পূরণে যথেষ্ট সহায়ক। এ প্রশিক্ষণ ক্যাম্প কমপক্ষে তিন/পাঁচ দিন এবং ঊর্ধ্বপক্ষে এক মাসব্যাপী হতে পারে। এটা হবে উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে। এজন্য বার্ষিক

পরিকল্পনা থাকতে হবে। প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যারা অংশগ্রহণ করবে, তাদের মধ্যে সাংগঠনিক মান ও যোগ্যতা বৃদ্ধি এবং বিশেষ ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জনকে লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের বাছাই করবেন জেলা পর্যায়ের সভাপতি/দায়িত্বশীল। তাদেরকে যথাসময়ে অনুষ্ঠানসূচি জানিয়ে রাত্রিযাপনের মতো হালকা বিছানা, খাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, শিক্ষা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে রিপোর্ট করতে বলা হবে। রিপোর্ট করার পর ক্যাম্প শেষ হওয়া পর্যন্ত সকল কাজে প্রশিক্ষণার্থীরা ক্যাম্প পরিচালকের নির্দেশ মেনে চলবে। এখানে এসে ব্যক্তিগত কোনো কাজ করা যাবে না। নির্ধারিত রুটিন মাফিক খাওয়া, বিশ্রাম ও ঘুম সেরে নিতে হবে। যাতে এ নিয়মানুবর্তিতা আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের কাজে লাগানো যায় সেজন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করতে হবে। একটি ইসলামী সমাজের সদস্যের অনুভূতি গড়ে উঠবে এ প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে। “আল্লাহর জন্যই আমাদের জীবন, আল্লাহর জন্যই আমাদের মৃত্যু” এই অনুভূতি যেন একজন কর্মীকে সাহসী, ত্যাগী, নিবেদিতপ্রাণ ও অন্যায়ের সাথে আপোষহীন করে গড়ে তুলতে পারে।

প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের কর্মসূচি নিম্নরূপ

- কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত ও অনুবাদ।
- কোনো বিশিষ্ট মেহমান কর্তৃক উদ্বোধন (আহলে হাদীস আন্দোলন ও সাংগঠনিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি হলে ভালো হয়)।
- দারসুল কুরআন।
- দারসুল হাদীস।
- শুব্বানের আদর্শ, লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির ওপর তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণমূলক বক্তৃতা।
- সহীহ/শুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা।
- কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে ব্যবহারিক শিক্ষা।
- আহলে হাদীস আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা।
- সিরিজ আলোচনা।
- প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রুপভিত্তিক সৃজনশীল চিন্তা-গবেষণা ও সমস্যা সমাধানমূলক কর্মসূচি।

- ➢ ক্যারিয়ার উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা।
- ➢ কিয়ামুল লাইল বাস্তবায়ন।
- ➢ নিয়মিত সাংগঠনিক কাজের পদ্ধতি আলোচনা।
- ➢ বিরাজমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা আলোচনা।
- ➢ রচনা/প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখনের মাধ্যমে হাতে কলমে শিক্ষা।
- ➢ আহলে হাদীস আন্দোলন ও প্রচলিত ইসলামী আন্দোলনের পার্থক্য আলোচনা।
- ➢ ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদের তুলনামূলক পর্যালোচনা।

প্রশিক্ষণ ক্যাম্প হবে আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। গতানুগতিকতা ও আনুষ্ঠানিকতা সর্বক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য। দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে পরীক্ষা (লিখিত ও মৌখিক) থাকবে এবং একটি সমাপনী পর্ব থাকতে পারে।

ঙ. তাহাজ্জুদ/কিয়ামুল লাইল

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾

"এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত থাকুন।"[৪৫]

﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلاً﴾

"রাত্রিতে কিছু অংশ বাদ দিয়ে দণ্ডায়মান হোন।"[৪৬]

প্রতি সপ্তাহে অন্তত এক রাতে স্থানীয় মসজিদে 'ইশার সালাতের পর একত্রিত হওয়া, নির্ধারিত সময় দারসুল কুরআন/হাদীস ও আলোচনা, বিশ্রাম গ্রহণ এবং রাতের শেষ প্রহরে সকলে মিলে তাহাজ্জুদ পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। উদ্দেশ্য হবে মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করার গুণ ও অভ্যাস গড়ে তোলা। এজন্য সপ্তাহে ১টি রাত মসজিদে অবস্থানের ব্যবস্থা থাকবে। তাহাজ্জুদের পর ফজরের সালাতান্তে নিম্নের প্রোগ্রাম শেষে সকলে ঘরে ফিরবে।

❖ তাসবীহ, তাহলীল, ইসতিগফার ও মাসনূন দুআসমূহের অনুশীলন– ২০ মিনিট।

---

[৪৫] সূরা বানী ইসরাঈল: ৭৯।

[৪৬] সূরা আল মুয্যাম্মিল: ২।

চ. ব্যক্তিগত রিপোর্ট ও ইহ্‌তিসাব

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿اِقْرَاْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا﴾

“পাঠ করো তোমার কিতাব, আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট।”[৪৭]

মনে রাখতে হবে, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি ও পরকালীন কামিয়াবীর উদ্দেশ্যে পরিচালিত। এর কর্মীরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের ভুলত্রুটির জন্য নিজেদের বিবেকের কাছে জবাবদিহির মনোভাব গড়ে তুলবে– এটাই সংগঠনের প্রত্যাশা। ব্যক্তির আত্মিক উন্নতি সংগঠনের সফলতার পূর্বশর্ত। এ উন্নতির জন্য নিজেই নিজের কাজের হিসাব রাখতে হবে। ব্যক্তিগত জবাবদিহিতার অভ্যাস পরকালীন জবাবদিহিতাকে সহজতর করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা-হু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন: “কিয়ামতের দিন ব্যক্তিগত চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হয়ে বান্দা তার দুই কদমও নাড়াতে পারবে না।” এজন্য শুব্বানের নির্ধারিত ফরমে প্রত্যেক কর্মী পরকালীন জবাবদিহিতার দৃষ্টি-ভঙ্গিতে তার দৈনন্দিন কাজের রিপোর্ট রাখবে। রিপোর্ট রাখার অভ্যাস গড়ে তুলবে আরেফ থেকে সালেহ পর্যন্ত সবাই।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “এক মুসলিম অন্য মুসলিমের জন্য আয়না স্বরূপ।” সে আয়নায় একে অন্যকে দেখবে। অন্যের ভুলত্রুটি লক্ষ করবে এবং একান্ত সহমর্মিতা ও সহানুভূতির সাথে অতি সংগোপনে সেই ত্রুটি ধরিয়ে দিবে যাতে সে তা দূর করতে উদ্যোগী হয়। ধরিয়ে দিতে হবে এমনভাবে যাতে যে ভুল করেছে বা করছে বুঝতে পারে। তার এ ধারণা না জন্মে যে, তার প্রতি শত্রুতাবশত বা তাকে হেয় করার জন্য এটা করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে চেষ্টার পরও সংশোধন না হলে বিষয়টি খুবই সতর্কতার সাথে শাখা, উপজেলা বা যে-কোনো সাংগঠনিক বৈঠকে খুবই মোলায়েম ভাষায় তুলে ধরতে হবে। এজন্য পূর্বেই দায়িত্বশীলের সাথে আলোচনা করে নিতে হবে। কাউকে অপ্রস্তুত বা হেয় করার মানসিকতা থেকে অবশ্যই সতর্ক ও সাবধান থাকতে হবে। এ সংশোধনের উদ্দেশ্য হবে পারস্পরিক উন্নতি সাধন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

---

[৪৭] সূরা বানী ইসরাঈল: ১৪।

ছ. বক্তৃতা প্রশিক্ষণ

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ﴾

“জ্ঞান-বুদ্ধি আর উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তুমি (মানুষকে) তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান জানাও। আর লোকদের সাথে বিতর্ক করো এমন পন্থায় যা অতি উত্তম।”[৪৮]

আহলে হাদীস আন্দোলন মানব সমাজে এমন এক দাওয়াত পেশ করে যা প্রচলিত ইসলামী দাওয়াত থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সেজন্য এ দাওয়াত পেশ করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নৈপুণ্য অর্জন করা প্রয়োজন। বক্তব্য সঠিকভাবে ও গুছিয়ে বলার উপরই নির্ভর করে শ্রোতার দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করার সফলতা। অল্প কথায় সুন্দরভাবে নিজ বক্তব্য পেশ করার জন্য সুবক্তা হওয়া প্রয়োজন। এজন্য বক্তৃতার প্রশিক্ষণ নিতে হবে। আট/দশজনের টিম করে নির্ধারিত বিষয়ের উপর কিংবা উপস্থিত বিষয়ের উপর বক্তৃতার প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। এতে এমন এক ব্যক্তি পরিচালক থাকবেন যিনি নিজে ভালো বক্তা এবং বক্তৃতা করার কৌশল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল/পূর্ব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তিনি একে একে সবার বক্তৃতা মনোনিবেশসহ শুনবেন, নোট করবেন এবং যার যেখানে দুর্বলতা আছে তা দূর করার লক্ষ্যে বাস্তব পরামর্শ দেবেন। মাসিক ভিত্তিতে এ অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

জ. শিক্ষা বৈঠক (তা‘লীমী বৈঠক)

সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের জন্য কর্মীদের সিরিজ শিক্ষা বৈঠক আয়োজন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক ও প্রাথমিক বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার প্রদান করা যেতে পারে।

✦✦✦

---

[৪৮] সূরা আন্ নাহ্ল : ১২৫।

পঞ্চম দফা কর্মসূচি
ইসলাহুল মুজতামা’ বা সমাজ সংস্কার

আহলে হাদীস আন্দোলন মূলতঃ তাজদীদে দ্বীনের আন্দোলন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দ্বীনকে যেভাবে রেখে গেছেন এবং উৎকৃষ্টপ্রাণ খোলাফায়ে রাশেদা ও সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে তা ধারণ ও লালন করেছেন, পরবর্তীতে তাতে নানান বিকৃতি ও বিচ্যুতি এসেছে। অনেকে যেমনটি মনে করেন, মুসলিমদের বিচ্যুতি কেবল ফুরূ‘য়ী বা শাখা-প্রশাখাগত ক্ষেত্রে কিংবা মতভেদ কেবল ছোটখাট বিষয়ে ঘটেছে– প্রকৃত অবস্থা এ ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। মৌলিক আকীদাহ বিশ্বাসের বিচ্যুতি ও বিকৃতির পথ ধরেই দ্বীনের মধ্যে আবর্জনা জড়ো করা হয়েছে। তাওহীদ-শিরক, সুন্নাত-বিদআত, হালাল-হারাম ইত্যাদি মৌলিক বিষয়েও পরবর্তীকালের মুসলিম সমাজ এমনভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, যার কারণে প্রকৃত দ্বীন থেকে এ সমাজের অবস্থান হয়েছে বহুদূরে। সেই ঘড়ির মতো এ সমাজের অবস্থা যার বাহ্যিক সাজসজ্জা ও আকৃতি সত্যিকার ঘড়ির মতো হলেও ভেতরের কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির রদবদল ঘটেছে প্রভূত। ফলে ঘড়ির নিকট থেকে যে সেবা পাওয়ার কথা তা পাওয়া যাচ্ছে না। এর রূহ বা আত্মা হারিয়ে গেছে। আমাদের সমাজে মুসলিমরা ঈমানের দাবি করে, নামায পড়ে, রোযা রাখে, যাকাত দেয়, হজ্জ করে ঠিকই, কিন্তু তার প্রায় সবটাই যেন গড়ে ওঠে একটি গতানুগতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে। কুরআন ও সহীহ হাদীসের সাথে অনেক ক্ষেত্রে যার কোনো মিল নেই। আমরা বিশ্বাস করি, কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে মানব সমাজ যদি তাদের বিশ্বাস ও আচরণকে ঠিক করে নেয়, তবে বিদ্যমান সকল দলাদলি ঘুচে যাবে এবং মুসলিম মিল্লাত এক ঐক্যবদ্ধ মিল্লাতে নবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।

ফিরকাবন্দীর মূল উৎস হচ্ছে কুরআনের কপোলকল্পিত ব্যাখ্যা এবং যঈফ কিংবা প্রক্ষিপ্ত হাদীসের অনুসরণ। প্রাথমিকভাবে মুসলিম সমাজ এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে সকল সম্প্রদায়ের নিকট ইসলামের সে দাওয়াত সেভাবে পেশ করা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য যেমনটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন। চিন্তার জগতে বিপ্লব সৃষ্টির মধ্য দিয়েই এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে। এ বিপ্লব সকল প্রচলিত ধারণাকে পাল্টে দেবে এবং মনে হবে নতুন কোনো দ্বীনের দাওয়াত এসেছে, যা একেবারেই অভিনব ও অশ্রুতপূর্ব। বাপ-দাদা, পূর্ব পুরুষের অনুসৃত দ্বীনের সাথে যেন এর সম্পর্ক নেই।

সমাজ সংস্কারের এ কাজ খুবই কঠিন। এ পথ বড়ই বন্ধুর, এর বাঁকে বাঁকে আক্রমণের সম্ভাবনা, পদে পদে পা পিছলানোর আশংকা, পরিবার থেকে বিতাড়িত হওয়ার, সমাজে এক ঘরে হওয়ার বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা এতে রয়েছে। পূর্ববর্ণিত চার দফা কর্মসূচি যদি ঠিকমতো বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে এ দফার কাজ আঞ্জাম দেওয়া সম্ভবপর হবে।

ইসলাহুল মুজতামা'র পর্যায়গুলো নিম্নরূপঃ

১. ধর্মীয় ক্ষেত্রে গড়ে ওঠা মৌলিক বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজ আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে পরিশুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়ে ব্যাপক উদ্যেগ গ্রহণ। এক্ষেত্রে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সভা সমিতি, হ্যান্ডবিল, পোস্টার, পুস্তিকা ইত্যাদি ব্যাপকভাবে করতে হবে।

২. সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, শিরক-বিদআত চিহ্নিতকরণ।

৩. প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনৈসলামিক চরিত্র ও কর্মপদ্ধতি নির্দেশকরণ।

৪. ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা তুলে ধরা।

৫. বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক ও মানব হিতৈষী কর্মসূচি গ্রহণ।

৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত আর্ত-মানবতার উদ্ধারে আত্মনিয়োগ।

৭. কোনো গ্রামকে মডেল হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সার্বিক ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হওয়া, যাতে সে দৃষ্টান্ত অন্যত্র বিস্তার লাভ করে এবং উদ্বুদ্ধকরণে সহায়ক হয়।

৮. সমাজের অনৈসলামিক নেতৃত্বের নিকট খালেস ইসলামের দাওয়াত পেশ এবং মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে গুণগত নেতৃত্বের পরিবর্তনে কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ। আহলে হাদীস আন্দোলন ব্যক্তির অপসারণ চায় না– তার মন মানসিকতায় বিপ্লব সাধনের মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণগত পরিবর্তন চায়।

৯. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিগৃহীত সমাজ সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ।

উপরে বর্ণিত পর্যায়গুলো দফাভিত্তিক নিম্নভাবে সাজানো যায়ঃ-

১. ইসলামের নামে ইসলামবিরোধী আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে সঠিক ধারণা দান

মুসলিমদের সবচেয়ে বড় মুসীবত এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের বার্তাবাহীরূপে দুনিয়ায় এসেছিলেন তার সম্পর্কে তাদের ধারণা ও বিশ্বাস অস্পষ্ট কিংবা অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিমূলক। বিভিন্ন প্রকার দলীয় ও উপদলীয় চিন্তা-চেতনা তাদেরকে মূল পথ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে এনেছে। আক্বীদাগত বিচ্যুতিই এর প্রধান কারণ। সমাজে ইসলামের নামে এমন অনেক শিরক ও বিদআত প্রচলিত আছে যাতে অজ্ঞতা ও অস্পষ্ট ধারণার প্রভাবে অনেক মানুষই অজান্তে জড়িয়ে পড়ে। এগুলো দ্বীনের সঠিক ও মূল ধারণাকে ক্রমশ বিকৃত ও বিনষ্ট করে দেয়। এ থেকে সমাজকে সতর্কীকরণই ইকামাতে দীনের প্রকৃত কাজ। এটি একটি মৌলিক কাজ– এর ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের ইমারত। যারা দ্বীন সম্পর্কে খালেস ধারণা ও বিশ্বাসের প্রচার করবে, তারা নিজেরা অবশ্যই এরূপ ধ্যান-ধারণা ও আক্বীদাহ থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ প্রত্যয় গড়ে তুলবে।

২. ইসলামী আচার অনুষ্ঠান চালুকরণ

সমাজে ইসলামের লেবাস ও লেবেল এঁটে অনেক অনৈসলামিক আচার অনুষ্ঠান হতে দেখা যায়। বিয়ে-শাদি, খাতনা, কবর যিয়ারত, মিলাদ মাহফিল, জন্মদিন পালন, শবে-বরাত, শবে-মেরাজসহ বিভিন্ন দিবস পালন ইত্যাদির কোনোটি ইসলামী অনুষ্ঠান এবং কেমন হবে তার সত্যিকার প্রকৃতি এ সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকই অনবহিত। সে কারণে এর প্রায় সবগুলোই ইসলামী অনুষ্ঠান মনে করে পালন করতে গিয়ে মানুষ শিরক ও বিদআতে জড়িয়ে পড়ে। শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ যেমন– নামায ও রোযা ব্যাপক ও যথার্থ গুরুত্ব না দিয়ে ঐসব অপ্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করা হয়। এক্ষেত্রে পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার ও নিজেদের মধ্যে এসব না করে নযির স্থাপন করা সমাজ সংস্কারে সহায়ক হবে। এ কাজে জমঈয়তের সার্বক্ষণিক ও সর্বাত্মক অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতে হবে।

৩. মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কার

বিদ্যমান জামাআতী মসজিদগুলোর ভগ্নদশা ও অব্যবস্থাপনা দূরীকরণে পরিচালনা কমিটিকে সহায়তা দান, পরিচালনা কমিটি থেকে দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত

নেতৃত্বের সংশোধন ও যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সহযোগিতা করতে হবে। সেই সাথে মসজিদে মসজিদে দ্বীন প্রচারের কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অগ্রণী হতে হবে। এক্ষেত্রে সাপ্তাহিক দার্‌স, দৈনিক যে-কোনো এক ওয়াক্ত সালাতের পরে নির্ভরযোগ্য কোনো গ্রন্থ পাঠ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪. পাঠাগার প্রতিষ্ঠা

দ্বীনী ইল্‌মের প্রচার এবং প্রসারও জিহাদের একটি বিশিষ্ট দিক। এজন্য মহল্লা ও এলাকায় পাঠাগার প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নিতে হবে। এসব পাঠাগারে সাংগঠনিক বই পুস্তকের সাথে সাথে সম্পূরক আদর্শ গ্রন্থসমূহ যাতে বেশি সংখ্যক স্থান পায় তার চেষ্টা করতে হবে। আধুনিক সমাজ ও শ্রেণী কাঠামো সম্পর্কে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুস্তকের সংগ্রহ থাকাও বাঞ্ছনীয়।

৫. সমাজ ও শরীয়ত বিরোধী কাজ প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধকরণ

জনগণকে সমাজ ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ সম্বন্ধে সজাগ করে তুলতে হবে। অসামাজিক কাজে লিপ্তদেরকে এ কাজ থেকে বিরত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাতে হবে। প্রয়োজনে জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সেই সাথে অপসংস্কৃতি ও বিজাতীয় মূল্যবোধের কুপ্রভাব সম্পর্কে সাধারণ জনমানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। এক অন্যায় আরেক এক অন্যায়ের জন্ম দেয়। সে কারণেই সকল শরীয়তবিরোধী কর্মতৎপরতা অঙ্কুরেই বিনাশ না করলে পরে তা বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়ে পুরো সমাজকে কলুষিত করে। ঈমানের তাকাযা বা দাবি হলো, এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সদা জাগ্রত থাকা।

৬. অর্থনৈতিক সংস্কার

অর্থনৈতিকভাবে সমাজ সেবামূলক কাজের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়াতে হবে। অভাব গ্রস্তকে সাহায্য দান, দায়গ্রস্তকে কর্জে হাসানা প্রদান, বেকার পুনর্বাসন, দুর্যোগকালীন সময়ে দুঃস্থ মানুষের সেবায় হাত প্রসারিত করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

যাকাত, ওশর, ফিতরা ইত্যাদি অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সমাজে জমঈয়তের সহযোগী ও সম্পূরক হয়ে কাজ করতে হবে এবং সামষ্টিকভাবে ইসলামী অর্থনীতি চালু করার বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্যোগ নিতে হবে।

ইসলাহুল মুজতামা সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রকৃতপক্ষে জমঈয়তে আহলে হাদীসের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে তাদের নিকট থেকে দিকনির্দেশনা ও কর্মসূচি পাওয়ার নিয়মিত ব্যবস্থা থাকবে।

৭. সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংস্কার

সাম্প্রতিককালে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বিজাতীয় ধারার অনুপ্রবেশ ঘটছে। সামাজিক সকল পর্যায়ের সংস্কারের সাথে সাথে সাহিত্য-সংস্কৃতির সংস্কারও অপরিহার্য। 'আহলে হাদীস আন্দোলন' একটি সার্বজনীন সংস্কারমুখী আন্দোলন হিসেবে তা সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালনে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর প্রত্যক্ষ সহযোগী হিসেবে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস এ ব্যাপারে সার্বিক সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গ্রুপ তৈরি করে তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক কবিতা, হামদ, নাত ও নাটক রচনা ও চর্চায় উদ্যোগী হবে। তাছাড়া ইসলামী প্রবন্ধ সংকলন, রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্র, কিশোর ও যুব সমাজের চিন্তা-চেতনা ও চরিত্র সংশোধনের ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সর্বোপরি, পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধকল্পে ব্যাপকভাবে জনসচেতনতা গড়ে তুলবে।

◆ ◆ ◆

পরিশিষ্ট

শাখার সাপ্তাহিক বৈঠকের কর্মসূচিঃ

প্রতি মাসের নির্ধারিত দিনে ৪টি সাপ্তাহিক বৈঠক নীচের পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রথম ও **তৃতীয়** বৈঠকে সাংগঠনিক বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এতে শাখার সালেহ, সালেক ও আরেফদের উপস্থিতি আবশ্যক। এ বৈঠকে ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হবে। সংগঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও গৃহীত পরিকল্পনার কতটুকু বাস্তবায়িত হলো তা পর্যালোচনা হবে এ বৈঠকের প্রধান কাজ।

দ্বিতীয় ও **চতুর্থ** সপ্তাহে তাদরীবী বা প্রশিক্ষণমূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এতে সকল স্তরের কর্মী ও উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দকে হাজির করতে সচেষ্ট হতে হবে। এরূপ সভায় শুভাকাঙ্ক্ষী, সাধারণ মানুষ ও সাধারণ জমঈয়ত সদস্যগণও হাজির থাকবেন।

সাপ্তাহিক বৈঠকের কর্মসূচি ও রূপরেখা

(বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তনযোগ্য)

প্রথম বৈঠক: প্রথম সপ্তাহ: তানযীমী (সাংগঠনিক)

➢ তিলাওয়াত ও তরজমা (পাঠ্যক্রম থেকে)	৭ মিনিট
➢ তরজমাসহ হাদীস পাঠ (পাঠ্যক্রম থেকে)	৬ মিনিট
➢ ব্যক্তিগত রিপোর্ট ও ইহতিসাব	১৫ মিনিট
➢ উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের সাথে যোগাযোগ পর্যালোচনা	১০ মিনিট
➢ নির্দিষ্ট পুস্তক থেকে সামষ্টিক পাঠ	২০ মিনিট
➢ বিগত মাসের সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা মূল্যায়ন, আয়-ব্যয়ের হিসাব, তহবিল পর্যালোচনা ও নির্দিষ্ট ফরমে রিপোর্ট প্রণয়ন	২০ মিনিট
➢ প্রশ্নোত্তর	৫ মিনিট
➢ সমাপনী বক্তব্য ও দুআ	৫মিনিট
	১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট

দ্বিতীয় বৈঠক– ২য় সপ্তাহ: তাদরীবী (প্রশিক্ষণমূলক)

➢ তিলাওয়াত ও তরজমা (পাঠ্যক্রম থেকে)	৭ মিনিট
➢ পরিচিতিকরণ	৮ মিনিট
➢ তাজবীদসহ তিলাওয়াত অনুশীলন	১৫ মিনিট
➢ দারসুল কুরআন	২০ মিনিট
➢ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা (জামাআতে সালাত, মাসনুন দুআ ও জরুরি মাসায়েল শিক্ষা)	৩০ মিনিট
➢ রাগেব ফরম পূরণ	১০ মিনিট
➢ প্রশ্নোত্তর	১০ মিনিট
➢ সমাপনী বক্তব্য ও দু’আ	৫ মিনিট
	১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট

তৃতীয় বৈঠক– ৩য় সপ্তাহ: তানযীমী (সাংগঠনিক)

➢ তিলাওয়াত ও তরজমা	৭ মিনিট
➢ তরজমাসহ হাদীস পাঠ	৬ মিনিট
➢ ব্যক্তিগত রিপোর্ট ও ইহতিসাব	১৫ মিনিট
➢ পরবর্তী মাসের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ	১০মিনিট
➢ পাঠচক্র (নির্বাচিত গ্রন্থ/প্রবন্ধ কেন্দ্রিক)	২০ মিনিট
➢ বক্তৃতা অনুশীলন ও সভা পরিচালনা	২০ মিনিট
➢ প্রশ্নোত্তর	৫মিনিট
➢ সমাপনী বক্তব্য ও দুআ	৫মিনিট
	১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট

চতুর্থ বৈঠক– ৪র্থ সপ্তাহ: তাদ্‌রীবী (প্রশিক্ষণমূলক)

➢ তিলাওয়াত ও তরজমা	৭ মিনিট
➢ পরিচিতিকরণ	৮ মিনিট
➢ দারসুল হাদীস	২০ মিনিট
➢ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা (জামাআতে সালাত, মাসনুন দুআ ও জরুরি মাসায়েল শিক্ষা)	৫০ মিনিট
➢ রাগেব ফরম পূরণ	৫ মিনিট
➢ প্রশ্নোত্তর	১০ মিনিট
➢ সমাপনী বক্তব্য ও দুআ	৫ মিনিট
	১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট

উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রের বৈঠক শাখার কাজের অগ্রগতির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে এবং এসব বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব সাপ্তাহিক আরাফাত-সহ অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রেরণ ও মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সমাপ্ত